



বেলদায় আজ
অভিষেকের
জনগর্জন সভা
৫-এর পৃষ্ঠায়

www.dainikstatesmannews.com

১২ পৃষ্ঠা

কলকাতা শিলিগুড়ি ২ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার ১৬ মার্চ ২০২৪

https://m.facebook.com/DainikStatesman

https://mobile.twitter.com/statesmandainik

৪ টাকা



সরফরাজ খানের
জীবনই বদলে গেছে
১২-র পৃষ্ঠায়

আজকের দিন	
সূর্যোদয় — ৫ টা ৫১ মিনিট	সূর্যাস্ত — ৫ টা ৪২ মিনিট
পূর্বাভাস	
আগামী ২৪ ঘণ্টার সকালে কুয়াশা হলেও দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে।	
দিনের তাপমাত্রা	
আজকের সন্ধ্যা	
সর্বোচ্চ ৩৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস	
গতকালের	
সর্বোচ্চ ৩৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস	
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	
সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৩৭ শতাংশ	
বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়)	
৬.৪ মিমি।	

দিল্লি দুর্নীতি মামলায় কেসিআর কন্যা কবিতা গ্রেফতার



দিল্লি, ১৫ মার্চ— ইন্ডিয়ান জেলে কেসিআর কন্যা কে কবিতা। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলা এবার পৌছাল কোর্টের দরজা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (কেসিআর) কন্যা তথা ভারত রাষ্ট্র সমিতির (বিআরএস)-র বিধান পরিষদ সদস্য কে কবিতার বাড়ি পর্যন্ত। বিধান পরিষদ সদস্য কে কবিতাকে গ্রেফতার করল ইন্ডিয়ান জেলে। গ্রেফতারের পর ইতিমধ্যেই তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর থেকে কবিতার হায়েদরাবাদে বাড়িতে অভিযানে নামে ইন্ডিয়ান জেলে। তারপর সন্ধ্যার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

সূত্রের খবর, আবগারি দুর্নীতিতে কে কবিতাকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে হায়েদরাবাদের ব্যবসায়ী অরুণ রামচন্দ্র পিল্লাইয়ের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন ইন্ডিয়ান জেলে। গ্রেফতারের পর ইতিমধ্যেই তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর থেকে কবিতার হায়েদরাবাদে বাড়িতে অভিযানে নামে ইন্ডিয়ান জেলে। তারপর সন্ধ্যার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

সূত্রের খবর, আবগারি দুর্নীতিতে কে কবিতাকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে হায়েদরাবাদের ব্যবসায়ী অরুণ রামচন্দ্র পিল্লাইয়ের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন ইন্ডিয়ান জেলে। গ্রেফতারের পর ইতিমধ্যেই তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর থেকে কবিতার হায়েদরাবাদে বাড়িতে অভিযানে নামে ইন্ডিয়ান জেলে। তারপর সন্ধ্যার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

সূত্রের খবর, আবগারি দুর্নীতিতে কে কবিতাকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে হায়েদরাবাদের ব্যবসায়ী অরুণ রামচন্দ্র পিল্লাইয়ের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন ইন্ডিয়ান জেলে। গ্রেফতারের পর ইতিমধ্যেই তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর থেকে কবিতার হায়েদরাবাদে বাড়িতে অভিযানে নামে ইন্ডিয়ান জেলে। তারপর সন্ধ্যার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

আজ লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণা

দিল্লি, ১৬ মার্চ— সব প্রতীক্ষার শেষ। ফুল ফর্মে কমিশন। নির্বাচন কমিশনে জট কাটতেই এবার লোকসভা ভোটের ঘোষণা পালা! দেশজুড়ে রাজনৈতিক সচেতন সব মানুষ তাকিয়ে রয়েছেন কবে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হবে, সেই দিকে! সবচেয়ে বেশি কৌতূহল দেখা গিয়েছে বাংলার মানুষের মধ্যে। এবার সেই সব জল্পনার অবসান হতে চলেছে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। আজ শনিবার দুপুর তিনটোর সময় ঘোষিত হবে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। গতকাল শুক্রবার নির্বাচন কমিশন সূত্রে তেমনটাই জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এবার লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোর কদমেই চলছিল। বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করে প্রতিটি রাজ্যের নির্বাচন কমিশন সূত্রে তেমনটাই জানানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বাংলাকে। যেখানে ভোটে হিংসার ঘটনা খুবই বিতর্কিত বিষয়। কমিশন এরাজ্যে ভোটে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নেওয়ার জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে বারবার সতর্ক বার্তা দিয়ে এসেছে।

সেজন্য একাধিকবার রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বারবার বৈঠক করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও পুলিশ জেলার ডিএম, এসপি-দের সঙ্গে যেমন বৈঠক করা হয়েছে, তেমনি বৈঠক করা হয়েছে



মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও ডিজে স্তরেও। গঠন করা হয়েছে একাধিক কমিটি। শুভে অর্থনৈতিক লেনদেনে আটকাতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। সেজন্য বিভিন্ন কমিটির সঙ্গে ইডি-কে যুক্ত রেখে ভোটের সময় অর্থনৈতিক লেনদেনে কড়া নজরদারি করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

কিন্তু, আচমকা মাঝপথে ঘটে ছন্দপতন। ইলেকশন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ এক পদাধিকারী কমিশনার

অরুণ গোয়েল পদত্যাগ করতাই আসম ভোটের দিনক্ষণ নিয়ে একাধিক সংশয় তৈরি হয়। কারণ নির্বাচন কমিশনের শীর্ষস্তরের ফুল বেসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। শীর্ষ আধিকারিক পদে দুটি পদ খালি ছিল। এই দুই পদের মধ্যে নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্র পাণ্ডে আগেই পদত্যাগ করেছিলেন।

সেই পদত্যাগ করলেন অরুণ গোয়েল। এই অবস্থায় নির্বাচন ঘোষণা হলে একাধিক বিতর্কের

মুখে পড়তে পারতো কমিশন। সেজন্য রাজনৈতিক মহলেও বিভিন্নরকম গুঞ্জন ছড়াতো শুরু করে।

এই বিষয়ে গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সংসদের বিরোধী দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী এবং অজুঁন রাম মেঘওয়ালের নেতৃত্বে মার্চ কমিটির জরুরি বৈঠকের ফলে এই সমস্যার জট কাটে। ইলেকশন কমিশনে খালি থাকা দুই শীর্ষ কমিশনার পদে সুখবীর সিং সাধু ও জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়োগ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতেই নিজস্ব মেজাজে ফিরল কমিশন। শুক্রবার নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল, আগামীকাল ১৬ মার্চ, শনিবার আসম লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষিত হবে। যা প্রত্যাশিতই ছিল।

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভোট শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। তবে, অন্য একটি সুত্র বলছে, এপ্রিলে ১৬ তারিখ ভোট শুরু হবে পারে। ভোট গণনা হতে পারে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বেশি দফায় ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সাত দফায় ভোট হতে পারে পশ্চিমবঙ্গে। যদিও তৃণমূলের তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে এক দফায় যাতে পশ্চিমবঙ্গে ভোট হয়, তার জন্য আবেদন করা হয়েছে। যদিও বিরোধীরা একাধিক দফায় ভোট চাইছে।

নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য অসম্পূর্ণ

এসবিআই-কে নোটিস দিল সুপ্রিম কোর্ট

দিল্লি, ১৫ মার্চ— এসবিআই-কে নির্বাচনী বন্ডের সম্পূর্ণ সংখ্যা বা নম্বর প্রকাশ করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বন্ডের সংখ্যা কেন পেশ করা হয়নি তা স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে জানতে চাইল শীর্ষ আদালত। শুক্রবার, নির্বাচনী বন্ড মামলার শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট রাজনৈতিক দলগুলির থেকে প্রাপ্ত নির্বাচনী বন্ডের সম্পূর্ণ সংখ্যা বা নম্বর প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ককে। এই বিষয়ে ব্যাঙ্কের প্রতিক্রিয়া চেয়ে এসবিআই-কে নোটিসও পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এদিন সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বিহারি গাভাই, বিচারপতি জেবি পারদিওয়াল্লা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেসে-এ। শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি, এসবিআই-এর তরফে কে হাজির হচ্ছেন তা জানতে চান।

নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে তুলে দিয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতই নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ইতিমধ্যেই জন্মসমক্ষে এনেছে কমিশন। কিন্তু তার পরেও সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকে। নির্বাচনী বন্ড মামলায় ১১ মার্চের নির্দেশের অপারটিভ অংশের পরিবর্তন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেই মামলার শুনানিতে শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেসে তার রোজিস্ট্রারকে নির্দেশ দেয়, একটি লিট করা খামে কমিশন আগে যে তথ্য জমা দিয়েছে তা স্থান্য ও ডিজিটাইজ করার বিষয়টি যেন নিশ্চিত করা হয়। শনিবার বিকেল

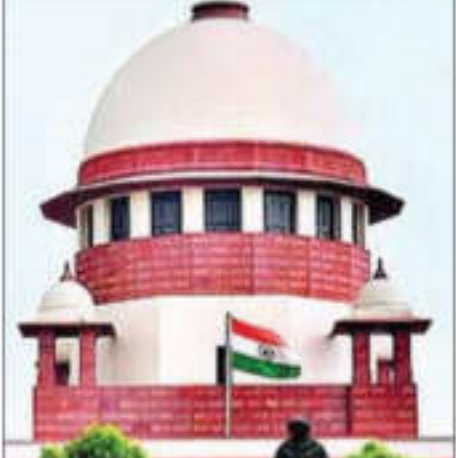


পাঁচটার মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এবং কাজ শেষ হলে মূল নথি নির্বাচন কমিশনের কাছে ফেরত দিতে হবে।

এসবিআই ইতিমধ্যেই নির্বাচনী বন্ড কেনা এবং সেগুলি গ্রহণকারী ব্যক্তিদের নাম এবং তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করেছে। কিন্তু তারপরও তাদের সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। এসবিআই বন্ডের একটি অনন্য নম্বর উল্লেখ করেনি। এই নিয়ে এসবিআইয়ের কাছে জবাব চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

শুক্রবার, এই মামলার শুনানির সময়ে আদালতে প্রশ্ন তোলেন সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিংহাল এবং প্রশান্ত ভূষণ। তারা সুপ্রিম কোর্টকে জানান, নির্বাচনী বন্ডের অনন্য সংখ্যা বা আলফা-নিউমেরিক কমিশনের কাছে হস্তান্তর করেছে। বিষয়টি শোনার পর স্টেট ব্যাঙ্ককে এই বিষয়ে তাদের বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিস জারি করেছে। এদিন আদালতে এসবিআইয়ের তরফে কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ১৮ মার্চ। এরই সঙ্গে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে নির্বাচনী বন্ড নম্বর প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশিত তথ্যের বাইরে যদি এই নিয়ে আরও কিছু জানানোর



থাকে তাহলে জানাতে হবে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, তথ্য অনুযায়ী বন্ড থেকে সবথেকে বেশি আয় হয়েছে বিজেপি। বন্ড থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি মোট যা আয় করেছে তার প্রায় ৪৭ শতাংশই বিজেপির ভাঁড়ারে গেছে। টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৬ হাজার ৬০ কোটি টাকা। এরপরই রয়েছে তৃণমূল, তাঁরা পেয়েছে ১৩ শতাংশ। টাকার অঙ্কে প্রায় ১ হাজার ৬০৯ কোটি টাকা। কংগ্রেস নির্বাচনী বন্ড থেকে পেয়েছে ১ হাজার ৪২১ কোটি টাকা।

যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে, ১ লক্ষ, ১০ লক্ষ এবং ১ কোটি টাকা করে নির্বাচনী বন্ড কেনার উল্লেখ রয়েছে তালিকায়। মোট দুটি তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। একটিতে কোন সংস্থা, কবে, কত টাকার বন্ড কিনেছে, তার হিসেব রয়েছে। অন্যটিতে রাজনৈতিক দলগুলি কখন, কত টাকার বন্ড ভাঙিয়েছে, সেই হিসেব রয়েছে। দেশের কোন কোন সংস্থা, নির্বাচন বন্ডের মাধ্যমে কত টাকা করে চাঁদা দিয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলিকে, তার তালিকাও আছে। কিন্তু কোন সংস্থা থেকে কোন দলে চাঁদা দিয়েছে, তার উল্লেখ এই তথ্যে নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ১২ এপ্রিল থেকে হিসেব তুলে ধরা হয়েছে।

গঙ্গার নীচে প্রথম মেট্রোর সান্ধী অনুপম রায়, গাইলেন গানও

নিজস্ব প্রতিনিধি— দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। শুক্রবার জনসাধারণের জন্য খুলে গেল হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। দেশের প্রথম নদীর নীচ দিয়ে মেট্রোর সফরের সান্ধী হতে এ দিন মেট্রো স্টেশনে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ লাইন দিয়েছেন বৃহস্পতিবার রাত থেকে, কেউ আবার দাঁড়িয়েছিলেন ভোর চারটে থেকে। সকলেরই ইচ্ছে গঙ্গার নীচে প্রথম মেট্রোর যাত্রী হওয়া। সকাল সাতটা থেকে চালু হল প্রথম মেট্রো পরিষেবা। তার আগেই গোটা স্টেশন চত্বরে ছিল থিকথিকে ভিড়। শুধু এ রাজ্য নয়, পড়শি রাজ্য বিহার থেকেও এসেছিলেন অনেকে। তারাও আজ সান্ধী হলেন দেশের প্রথম নদীর নীচ দিয়ে ছুটে যাওয়া মেট্রোর।

গত ৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করেছিলেন ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর হাওড়া ময়দান থেকে



এসপ্লানেড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। একই সঙ্গে উদ্বোধন করেছিলেন নিউ গড়িয়া থেকে রুবি এবং তারাতলা থেকে মাঝেমাঝে পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। তারপরে কবে সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা চালু হবে সেই নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সকালে অপেক্ষার অবসান ঘটল। গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো যেতে সময় নেবে মাত্র ৪৫ সেকেন্ড। তখন মেট্রো সড়কের

মধ্যে ফুটে উঠবে নীল রঙের আভা। এদিন প্রথম মেট্রো সফরে যা দেখে যাত্রীদের মধ্যে উদ্দামনা ছিল চোখে পড়ার মতো। গঙ্গার নীচে প্রথম মেট্রোর সান্ধী ছিলেন গায়ক অনুপম রায়। মেট্রো চড়েই তিনি গান ধরেন “বোবা টানেল”। তিনি আরও বলেন, “এই গান আমার অনেকদিন আগেই লেখা। কিন্তু আজ কোথাও যেন মিলে গেল”।

রাজ্য থেকে দেশ, বিরোধী ও অনুগামীদের উদ্বেগ

আরোগ্য কামনা করে প্রধানমন্ত্রীর বার্তার উত্তরে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর



নিজস্ব প্রতিনিধি— আকস্মিক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কালীঘাটের বাড়িতে কপালে ও নাকে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচার রক্তপাত হয় তাঁর। সেই রাতেই তাঁকে এস এস কে এম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মেডিকেল টিম তাঁকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। কপালে তিনটে এবং নাকে একটা মোট চারটে স্টিচ দিতে হয়। মাথাতে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়। বাঙুর ইনিস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সের ওপিডি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁকে সাতদিনের বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকরা হাসপাতালে রেখেই তার চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে থাকতে রাজি না হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতেই তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে যান। ফলে বৃহস্পতিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস এসএসকেএম-এর উদ্দেশ্যে দেশের রাজনৈতিক মহল উদ্ভিন্ন হয়ে পড়ে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বার্তা পাঠান। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে সেই বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রীর জন্য টুইট বাতায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছিলেন, ‘মমতা দিদির দ্রুত আরোগ্য এবং সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি’। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কংগ্রেস সাসদে রাহুল গান্ধি টুইট করে জানিয়েছেন মমতাজি শারীরিকভাবে সুস্থ হন এবং দ্রুত শক্তি ফিরে পান, এটাই চাই। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরোগ্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন। সুস্থতা কামনা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, লক্কেট চট্টোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা শশী থাকুর প্রমুখ। এঁদের আরোগ্য বাতীর উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবারের মধ্যেই সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

রাজনৈতিক সৌজন্য জ্ঞাপনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই উদার। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অসুস্থ হলে তাঁকে বেশ কয়েকবার দেখতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোভিডকালে বিরোধী দলের নেতা তপন ঘোষ অসুস্থ হলেও তাঁর খোঁজ নিয়েছেন। এছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক দলের যে যখনই অসুস্থ হয়েছেন, টুইট করে আরোগ্য বার্তা পাঠিয়েছেন অথবা সরেজমিনে দেখতে গিয়েছেন। সেই ট্র্যাডিশন বজায় রইল মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলাতেও। কেউ পূজার ফুল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই মমতার বাড়ির সামনে বিধানগরের দস্তাবাদ, কাঁথির ভবতারিণী মন্দির, ডায়মন্ড হারবার সহ রাজ্যের সর্বত্রই মানুষ আরোগ্য কামনায় পূজা দিয়েছেন। জেলাতেও মুখ্যমন্ত্রীর আরোগ্য কামনায় হয়েছে পূজা-যজ্ঞ। প্রচার থামিয়ে ঘাটালে পূজা দিয়েছেন অভিনেতা সাংসদ দেব। ফোন করে খবর নিয়েছেন বাংলার মহারাণ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। একদিকে যেমন সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক নেতারা, তেমনই দলীয় কর্মী-সমর্থকরাও নেত্রীর বাড়ির সামনে ভিড় জমিয়েছেন বৃহস্পতিবার রাত থেকেই।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাত থেকে চিকিৎসকদের টিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রয়েছেন। শুক্রবার সকালে কপালে কম বাখা অনুভব করেন তিনি। এদিন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান। মুখ্যমন্ত্রীর দুর্ঘটনার তদন্তে ফরেনসিক এবং সায়েন্সিফিক টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুপুরে ভবানী ভবনে দীর্ঘক্ষণের বৈঠক হয় পুলিশ কতাদের। কমিশনারের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের অনুসন্ধান কমিটি, যেখান ডিসি সাউথ এবং আইসি কালীঘাটও থাকবেন।

হোলিতে ৭টি স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি— আসম হোলি উপলক্ষে ভারতীয় রেল বেশকিছু হোলি স্পেশাল ট্রেন চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্ব রেলের তরফে হোলিতে চালানো হবে সাতটি স্পেশাল ট্রেন। এই রুটগুলি হল— শিয়ালদহ- থেকে গোরক্ষপুর, শিয়ালদহ থেকে গয়া, শিয়ালদহ থেকে পুরী, কলকাতা থেকে জয়নগর, মালদহ টাউন থেকে আনন্দ বিহার এবং মালদহ টাউন থেকে ভালদহ। এই রুটগুলিতে এক থেকে দুটি করে ট্রিপ চলবে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, চলতি মাসের শেষে গোটা দেশ মেতে উঠবে হোলির উৎসবে। হোলির ছুটিতে বহু মানুষ বেড়াতে যাবেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। দোলের এই ভরা মরশুমে ট্রেনের টিকিটের চাহিদাও বেশ বাড়তে থাকে। এজন্য যাত্রীদের বাড়তি চার্জ শুনতে হয়। কিন্তু স্পেশাল এই ট্রেনে টিকিট কলমার্ন করলে যাত্রীরা অনেকটাই উপকৃত হবেন। বিশেষ এই পরিষেবা চালিয়ে পূর্ব রেল ১৬ হাজার ৪১৬টি বার্থ তৈরি করতে সক্ষম হবে। পূর্ব রেলের তরফে খুব শীঘ্রই এই স্পেশাল ট্রেনগুলির টিকিট বুকিং প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই টিকিট বুকিংয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও খুব তাড়াতাড়ি হবে বলে সূত্রের খবর।

গয়াশিটন, ১৫ মার্চ— ভারতে চালু হওয়া সিএএ নিয়ে উদ্ভিগ্ন আমেরিকা। ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদান নিয়ে ভারতে এই আইন প্রণয়নের উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে জো বাইডেনের সরকার। কীভাবে এই আইন প্রণয়ন করা হবে তার দিকে নজর রাখা হয়েছে। এমনটাই জানানো আমেরিকার বিদেশ দফতরের মুখপাত্র মাথিউ মিলার। বৃহস্পতিবার তিনি সিএএ নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন তাঁরা। যদিও আমেরিকার সিএএ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পরেই জবাব দেয় দিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে আমেরিকার উদ্বেগকে নস্যাৎ করে ওয়াশিংটনের বাতাকে ‘অযৌক্তিক’ বলে উল্লেখ করেছে ভারত। সিএএ ভারতের

‘অভ্যন্তরীণ বিষয়’ বলেও উল্লেখ করেছে নয়াদিল্লি। এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন, ‘গত ১১ মার্চ ভারত সরকার সিএএ নিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, আমরা তা নিয়ে উদ্ভিগ্ন। এই আইন কীভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে, আমরা সেই দিকে নজর রেখেছি। ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাথিউ মিলার। বৃহস্পতিবার তিনি সিএএ নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন তাঁরা। যদিও আমেরিকার সিএএ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পরেই জবাব দেয় দিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে আমেরিকার উদ্বেগকে নস্যাৎ করে ওয়াশিংটনের বাতাকে ‘অযৌক্তিক’ বলে উল্লেখ করেছে ভারত। সিএএ ভারতের

আমেরিকার উদ্বেগের জবাব দিয়েছে ভারত। সিএএ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্ভিগ্ন, একথা বলার পরই শুক্রবার ভারতের তরফে প্রতিক্রিয়া, ‘আমেরিকার বক্তব্য অযৌক্তিক, বিভ্রান্ত এবং অনভিপ্রেত।’ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যে আমেরিকার কবে গলাবো পছন্দ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দেয় দিল্লি। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাথিউ মিলার বলেন, সিএএ হল নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধি। কেড়ে নেওয়ার আইন নয়। এই আইন মানুষের সমান এবং মানবাধিকার রক্ষার জন্য। মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের সিএএ নিয়ে আগ বাড়িয়ে মনোভাব প্রকাশের অযৌক্তিক ও অনভিপ্রেত বলে মনে করে ভারত। দিল্লি বলেছে, ভারতের বহুত্ববাদী এতিহ্য নিয়ে যাদের কোনও ধারণা নেই এবং

দেশভাগের পরের ইতিহাস জানা নেই, তাদের কাছ থেকে ভাষণ শুনতে চায় না ভারত সরকার। লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্কালে গত সোমবার ‘আচমকা’ সিএএ আইন চালু করার বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ওই আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশ থেকে যদি সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় উৎসবের কারণে এ দেশে আশ্রয় চান, তা হলে ভারত তা দেবে। সংসদের দু’ক্ষেপে পাশ হওয়ার পরে দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও অনুমোদন দেন। কিন্তু এত দিন ধরে সিএএ কার্যকর করা নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না হলেও সোমবার হঠাৎ বিজ্ঞপ্তি জারি হলে দেশ জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।



সুগভীর সাগর থেকে অসীম আকাশ... সুউচ্চ পাহাড় থেকে অতল উপসাগর।
বাংলার কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে অজস্র জানা-অজানা কাহিনি।
শুধু বিশ্বাসে মুগ্ধ হওয়ার অপেক্ষা। অফুরান স্মৃতি। সীমাহীন সুযোগ।

অনুভব করুন

অনন্যকে

EXPERIENCE
Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
WEST BENGAL TOURISM



Scan to Experience

অনুভব করুন বাংলাকে

ধর্মীয় বৈচিত্র্যের

মাঝে অনুধাবন করুন মহানকে



তারাপিঠ মন্দির



নাখোদা মসজিদ



কালীঘাট মন্দির



মহাপূর্ণ্যভূমি
মহাতীর্থাভূমি



নলাটেশুরী শক্তিপীঠ



দুম মনাস্ত্রী



সেন্ট পলস্ গীর্জা



বাংলায় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মিলে এক বর্ণময়
অনুভবের জন্ম দেয়। পর্যটন রাজ্যের উন্নয়নের
সম্ভাবনাপূর্ণ প্রাণবন্ত জীবনধারাকে বিকশিত করে।
আসুন, বাংলার সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য উপভোগ করুন।

— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ



রথযাত্রা

অঞ্চল
০৬

টুরিজম সার্কিট
১০০+

পর্যটন কেন্দ্র
৪০০+

বাংলার ধর্মীয় পর্যটন শুধু দুর্গা পূজায় সীমাবদ্ধ নয়, সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের অগণন পুণ্যভূমি ও আধ্যাত্মিক স্থান
ছড়িয়ে রয়েছে এই বাংলায়। শান্তি ও জ্ঞানের আলোর প্রত্যাশী পর্যটকেরা মন্দিরের পবিত্রতা, বৌদ্ধ মঠ ও গীর্জার স্নিগ্ধতার
পাশাপাশি মসজিদের রহস্যময় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন। বাংলা নানা ধর্মের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। এই বাংলা ভক্তি, ঐতিহ্য ও
ঐশ্বরিকতায় এক সূত্রে গাঁথা।



রেড রোড কার্নিভ্যাল



গঙ্গাসাগর মেলা



ক্রিসমাসের সময় পার্কস্ট্রাট



কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

মেলা ও উৎসব

দুর্গা পূজা - ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিমা থেকে তালে তালে
ঢাকের বাজনা, প্রতিটি মুহূর্তে তৈরি হয় ঐশ্বরিক
আবেশ। নির্বাচিত কয়েকটি অসাধারণ প্রতিমা রেড
রোড কার্নিভালে প্রদর্শিত হয়।

বিশ্ববন্ধ বাণিজ্য সম্মেলন, ২০২২ ও ২০২৩ -
ক্ষেত্রভিত্তিক বিশেষ অধিবেশন।

বড়দিন - দেশের মধ্যে এ রাজ্যে বড়দিন এক বৃহৎ
উৎসব হিসাবে পালিত হয়।

গঙ্গাসাগর মেলা - কুম্ভমেলার পরেই দেশের বৃহত্তম
তীর্থক্ষেত্র। মকর সংক্রান্তিতে সাগরে পুণ্যপ্রদান করলে
ইহজগতের পাপ ধুয়ে যায় বলে মানুষের বিশ্বাস।

পুরস্কার

- সেরা পর্যটন গ্রাম পুরস্কার, ২০২৩
- PATWA আন্তর্জাতিক ভ্রমণ পুরস্কার, ২০২৩
- IHC লন্ডন ও IIHM আন্তর্জাতিক অতিথ্যেতা দিবস পুরস্কার, ২০২৩
- ২০২১ সালে দুর্গাপূজাকে ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল কালচারাল
হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটির স্বীকৃতি।
- স্কচ গোল্ড এওয়ার্ড, ২০২১
- ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা উৎকর্ষ পুরস্কার, ২০২১
- FICCI ভ্রমণ ও পর্যটন পুরস্কার, ২০১৯

স্বীকৃতি

- পর্যটনকে শিল্পের মর্যাদা প্রদান
- সারা ভারতের মধ্যে হোমস্টে নথিভুক্তিত অগ্রগী
- পশ্চিমবঙ্গ পর্যটক গাইড সার্টিফিকেট প্রকল্প, ২০২১
- পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারী স্বীকৃতি, ২০২১
- পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন পরিষেবা প্রদান সক্ষমতা গঠন প্রকল্প, ২০২৩

সাম্প্রতিক উদ্যোগ

- রাজ্য পর্যটন প্রসার টাস্ক ফোর্স, ২০২২
- উত্তরবঙ্গ পর্যটন প্রসার টাস্ক ফোর্স
- FAITH-এর সঙ্গে মোমোরাস্তাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং
- পর্যটন ক্ষেত্রের উপসমিতি
- পুকুলিয়া পর্যটন উন্নয়ন নিগম (PTDC)
- স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আহরন, দুর্গাপুর
- ধর্মীয় পর্যটন • টুর প্যাকেজ
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) উদ্যোগ

প্রকৃতির মাঝে বাংলা



চা পর্যটন

কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রেক্ষাপটে এক পেয়োলা
দার্জিলিং চায়ের চুমুক মনকে
অনির্বচনীয় অনুভবে ভরিয়ে দেয়।



এডভেঞ্চার টুরিজম

পর্বত-অভিযান, পর্বতারোহণ,
ওয়াইল্ডলাইফ সাফারিতে অংশ নিয়ে
এই অঞ্চলের অকৃত্রিম সৌন্দর্য
অনুভব করুন।



নদী পর্যটন

নদীপথের হাতছানি, নৌকা বিহার,
দুঃসাহসিক র‌্যাক্টিং।



বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার



বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণ

১৫০ টির বেশি স্টার ক্যাটেগরির হোটেল সমন্বিত যোগাযোগের সুবিধাযুক্ত শহর হল কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অনন্য সৈকত শহর দীঘা-য় দীঘাশ্রী কনভেনশন সেন্টার বিভিন্ন MICE
সম্মেলন আয়োজনের এক আদর্শ স্থান।

বোর্ডারুমের ব্যবসায়িক পর্যটন

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন MICE-র গন্তব্য
হিসাবে রাজ্যকে তুলে ধরার এক স্বপ্নের উদ্যোগ বাস্তবায়নে
বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইতিহাস ও আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে, ভৌগোলিক অবস্থানের
সুবাদে কলকাতা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশপথ। বিশ্ব বাংলা
কনভেনশন সেন্টার, বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণ ও ধনধান্য
অভিটোরিয়াম-এই তিনটি প্রধান MICE পরিকাঠামোসহ



ধনধান্য অভিটোরিয়াম

ICA-D513(21)/2024

দৈনিক স্টেটসম্যান

২ চৈত্র ১৪৩০

বর্ষ ২০ সংখ্যা ২৫৬

কমিশনের বিরল পদক্ষেপ

এবার নজিরবিহীন অবস্থার মধ্যে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এখনও আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিন, ক্ষণ, তারিখ এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি ঘোষণা করা হয়নি। এর মধ্যেই কমিশনের ফুল বেশ্ব পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে ভোটের প্রাথমিক বিষয়গুলি জেনে গেছে। অবশ্য ও শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনার প্রাথমিক দায়িত্ব, ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ ও অব্যাহ হয় তার দায়দায়িত্ব অর্পণ করেছে রাজ্য প্রশাসনিক কর্তাদের ওপর। পুলিশ সুপার ও জেলাশাসকদের এ ব্যাপারে দায়বদ্ধতা বেশি। ভোট যাতে সৃষ্ট ও শান্তিপূর্ণ হয়, তার দায়িত্ব জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের দিতে হবে।

নির্বাচনের দায়দায়িত্ব জেলা প্রশাসন কীভাবে পালন করবে এবং ভোট পরিচালনার পরিকল্পনা কী তা রাজ্যের প্রতিটি জেলা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাতে হবে কমিশনকে। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে বিরল বলেই জানিয়েছে ভোট বিশেষজ্ঞরা। এমন পদক্ষেপ কমিশন আগে গ্রহণ করেনি। কার্য হাতে পারে হসত এই কমিশন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে এবার পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা নির্বাচন হিসসামুক্ত এবং রক্তপাতহীন করতে বন্ধপরিকর। রাজ্যের ভোটাররা যাতে অব্যাহে এবং বাধাহীনভাবে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দিতে পারেন তার জন্য সব ব্যবস্থাই করবে কমিশন। যেমন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আগেই ১৫০ কোম্পানি আধাসেনা পাঠিয়ে দিয়েছে রাজ্যে। জওয়ানরা বিভিন্ন জেলার সংঘর্ষপ্রবণ এলাকায় রুটমার্চ করে যাচ্ছে ভোটারদের মনে নিরাপত্তা জাগাতে। সব মিলে ৯১০ কোম্পানি আধাসেনা রাজ্যে পাঠাবে শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গই সবচেয়ে বেশি আধাসেনা পাচ্ছে, যা জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার চেয়েও বেশি। কারণ অতীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধা সেনা পাঠিয়েও ভোট শান্তিপূর্ণ হয়নি।

কমিশন জেলা প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানিয়েছে, সৃষ্ট ও শান্তিপূর্ণ ভোট করার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাদি কী, তা এক পাতার মধ্যে সারাংশ আকারে লিখে জানাতে হবে। তার মধ্যে থাকতে হবে জেলার ভোটের পরিবেশ কী এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে কিনা। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহেই জেলা প্রশাসন কমিশনের কাছে জেলার বর্তমান পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যবস্থাও অভিনব। কমিশনের ফুল বেশ্ব যখন কলকাতায় এসেছিল, তখন বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা বেঞ্চের কাছে নানা অভিযোগ জানায়। সেসব অভিযোগ কতটা সত্য তাও যাচাই করে দেখে নিয়ে প্রাত্যহিক রিপোর্ট লিখে জানাতে হবে। যদি রিপোর্টে তাদের অভিযোগের বাস্তবতা না থাকে এবং তা জানাতে জেলা প্রশাসন ব্যর্থ হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কমিশন ব্যবস্থা নেবে।

কমিশনের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজীব কুমার জানিয়ে গেছেন, কোনও অফিসারের কর্তব্যে গাফিলতি বরাদ্দ করা হবে না। সেক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণ হলে কমান্ডর বদলি করা হবে অথবা নির্বাচনী কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখা হবে না। এমনটা গত লোকসভা নির্বাচনেও হয়েছিল।

রাজীব কুমার বলেছেন, দেশের মানুষ জানে হিংসা, সংঘর্ষ ও খুনজখম এবং রক্তপাত ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কোনও নির্বাচনই হয় না। এমনকী পঞ্চায়েত ও পুরনির্বাচনও শান্তিপূর্ণভাবে হয় না। অতীতে একটি পঞ্চায়েত নির্বাচনেও আধা সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল, তবুও সে নির্বাচনও রক্তপাতহীন হয়নি। এইসব ঘটনার পরিস্থেক্তিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবার শান্তিপূর্ণ ভোট যাতে হয়, তার জন্য সরকারক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা না হলেও পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে। তৃণমূল ৪২টি আসনের জন্য তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। বিজেপি ও বামেরা আংশিকভাবে তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। শহর ও শহরতলির দেওয়ালে প্রার্থীদের নাম লেখা শুরু হয়ে গেছে। ব্যারাকপুরে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন পার্থ ভৌমিক। এদিকে অর্জুন সিংকে তৃণমূল প্রার্থী না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দিল্লি গেছেন বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারক অভিজিৎ নন্দেপাধ্যায় বিচারপতির পদ ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি করার বাসনা নিয়ে রিটপিণ্ডিতে যোগদান করেছেন। তিনি মেদিনীপুরের তমলুক বিধানসভা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অপর গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা আসন হল ডায়মন্ড হারবার। সেখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাসেন অধিবেক বন্দোপাধ্যায়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন হল ছুগলি, যেখানে বিজেপি সাসেন লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তৃণমূল প্রার্থী দিদি নম্বর ওয়ান খ্যাত রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রারা ভোটের তারিখ নির্ধারণ না হতেই সারা রাজ্যে ভোটের পরিবেশ। প্রচারাভিযান চলছে।



দোলের দিন

জোড়া খুন

বাঁকিপুরের মহারাজগঞ্জে দোলের রাতে খুন হলেন আমীর সিং ও ভান্ধু সিং নামে দু'জন রাজপুত যি ব্যবসারী। এদের সামনে কয়েকজন অল্পটী মত্ত অবস্থায় একটি মোরেকে অসম্মান করেছিল। আমীর ও ভান্ধু প্রতিবাদ করায় দুহুতীরা ধর্ষা দিয়ে তাদের আঘাত করে। অকুস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। ৬ জন দুহুতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা

অধ্যাপক কার্তে সম্প্রতি ম্যাদ্রাস প্রেসিডেন্সি সফর করে ফিরেছেন। তাঁর এই সফর সফল হয়েছে। ইন্ডিয়ান উইমেনস ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ করার জন্য তিনি এখন কলকাতায়। কলকাতা থেকে অধ্যাপক কার্তে যেনব চিঠি পেরিয়ে তাতে সেখানে তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাল্যের বিশিষ্ট মানুষজন অধ্যাপককে কাজকর্মের স্বাগত জানিয়েছেন। এব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করেন মিস কৃষ্ণবাই ঠাকুর যিনি একদিন মধ্য ভারত পরিদর্শন করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আছে ২০০ সন্তান। নারীশিক্ষার প্রসারে বেরার ও দেহুলা প্রভিন্সে মিস কামারশি ভাণ্ডোভাবে কাজ করছেন। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে শ্রীমতি আথোডালে অধ্যাপকস্বরূপে করছেন। সেখানে নারীশিক্ষা আন্দোলন ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে।

মাদ্রাসার কাজকর্ম

গার্ডেনরোডে নবাব বেগমের ইমামবাড়ায় শামসিয়া জেলা মাদ্রাসার প্রথম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিসেস লাল। রাজকুমারী দেলওয়ারি জাহান তাঁকে স্বাগত জানান। কঠোরভাবে পর্দার মধ্যে এই সভা হয়েছে। সভায় বিরাট সংখ্যক মহিলার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। বার্ষিক

রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, মোট ৩৪ জন ছাত্রী, ২ জন শিক্ষিকা এবং ১টি পাঠ্য নিয়ে স্কুলটি শুরু হয়েছিল। গত মাস পরে ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০। ইতিমধ্যে আর একটি পাঞ্জির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে স্কুলটির ছাত্রী সংখ্যা ১০৬। স্কুলটির প্রয়োজন এবং আর সম্পর্কে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। স্কুলটি বোর্ডে তারা ১২০ টাকায় ছাত্রীদের হস্টেলের ব্যবস্থা, যাতায়াত এবং শিক্ষাদান করছে। তাছাড়া ওৎকোচের ১০০ তরুণের জনেরও বেশি ছাত্রীকে বিনামূল্যে বইপত্র ও খাতকলম প্রভৃতি দিচ্ছে।

দু’দল মাঝির মধ্যে সংঘর্ষ

দু’দল মাঝির মধ্যে ধন্দ্ব থামাতে সম্প্রতি কল্যাণাট থানার পুলিশকে ডাকা হয়েছিল। কোম্পানি আগে বিবাহিয়েগা করেছে। কয়েকদিন আগে যখন হাওড়ার কাছে মারগন্ডায় সেই যখন গাঞ্জিপুুরে একজন মাঝি ওই কোম্পানির একটি নৌকায় উঠে পড়ে এবং নৌকোটির মাঝিদের সঙ্গে বগড়া শুরু করে যায়। ডানক গোলামদের সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে ৬০ থেকে ৮০ জন লোক বাঁপরে লাঠি নিয়ে বিবাহি অভিযোগে করেছে। কয়েকদিন আগে বিবাহি কোম্পানির কয়েকটি নৌকা যখন হাওড়ার কাছে মারগন্ডায় সেই যখন গাঞ্জিপুুরে একজন মাঝি ওই কোম্পানির একটি নৌকায় উঠে পড়ে এবং নৌকোটির মাঝিদের সঙ্গে বগড়া শুরু করে যায়। ডানক গোলামদের সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে ৬০ থেকে ৮০ জন লোক বাঁপরে লাঠি নিয়ে বিবাহি দলজন জখম হয়। পুলিশ যদাস্থলে পৌছে গোলাম খামিয়ে না দিলে শাস্তি আরও বড় আকার নিতে পারত। গাঞ্জিপুুরে মাঝির দল থেকে ৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইলেক্টোরাল বন্ড: দুর্নীতির বৈধ হাতিয়ার

ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে আবার নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে। সৌজন্যে সূপ্রিম কোর্টের রায়। নামধাম গোপন রেখে রাজনৈতিক দলকে টাকা যোগানোর পদ্ধতি হল এই ইলেক্টোরাল বন্ড। ২০১৭-১৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে এই পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়। আর প্রথম বন্ড কেনা শুরু হয় ২০১৮ সালের ১ মার্চ। রাজনৈতিক দলের হাতে বন্ড অর্পণ করার কাজও সেদিনাই শুরু হবার কথা। অবশেষে একটি জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্রে এই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি সূপ্রিম কোর্ট রায় জারি করে, পুরো বিষয়টিই অসাংবিধানিক। সেদিন থেকেই ইলেক্টোরাল বন্ড নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইলেক্টোরাল বন্ড বিক্রির একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল স্টেট ব্যাঙ্কের। সূপ্রিম কোর্ট স্টেট ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেয় বন্ড কেনা এবং রাজনৈতিক দলকে উপহার দেওয়ার পুরো তালিকা ইলেকশন কমিশনের হাতে তুলে দিতে হবে। স্টেট ব্যাঙ্ক জটিলতার অজুহাতে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় চেয়েছিল, যা সূপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দেয়। ফলে স্টেট ব্যাঙ্ক বাধ্য হয় তথ্য তুলে দিতে এবং ইলেকশন কমিশন সেই তথ্য নিজেদের ওয়েবসাইটে তুলে দিনেই।

ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে দুটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। দুটিই পিডিএফ এবং ১ মার্চ, ২০২৮-র পরিবর্তে ১২ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে। আপাতত সেটি মেনেই এগিয়ে যাক। প্রথমটিতে আছে বিভিন্ন তারিখে কোন কোন বাণিজ্যিক সংস্থা কত টাকার বন্ড কিনেছে। এই তালিকায় আছে ১৩২৭টি সংস্থার নাম, যারা মোট ১২১,৫৫.৫১ কোটি টাকার বন্ড কিনেছে। দ্বিতীয় তালিকায় আছে বিভিন্ন তারিখে রাজনৈতিক দলগুলো কত টাকার বন্ড পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে মোট ২৭টি রাজনৈতিক দল ২০,৪২১ ক্ষেপে সর্বমোট ১২,৭৬৯.০৮ কোটি টাকার বন্ড পেয়েছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে বন্ড কেনার থেকে পাটগুন্ডার টাকা পাবার পরিমাণ ৬৩৩.৫৭ কোটি টাকা বেশি। এটা কীভাবে সম্ভব, বোঝা গেল না। স্টেট ব্যাঙ্ক তো কোন দল ভবিষ্যতে বন্ড পাবে, এমন ভিঙিতে অগ্রিম দেয়নি। দেওয়া সম্ভবও নয়। কারণ বন্ড যিনি কিনেছেন, তিনি সরাসরি তাঁর পছন্দসই পাটির অ্যাকাউন্টে জমা করবেন। সেখানে ক্রেফ হিসাব রাখা ছাড়া স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও ভূমিকা ছিল কি? আবার বন্ডের টাকার উপরে সুদেরও গন্ডা নেই। তাহলে এই গোঁজামলটা এল কীভাবে?

তালিকা অনুযায়ী একদম সূচনার দিনেই পিছিয়ে যাওয়া যাক, অর্থাৎ ১২ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে। সেইদিন ১৬৮টি বন্ড বিক্রি হয়েছিল। কিনেছিল ১০টি সংস্থা, আর মোট দাম ছিল ১২২,০১ কোটি টাকা। আবার সেই দিনেই রাজনৈতিক দলগুলোর ভাড়ারে বন্ড জমা পড়েছিল ২৯৫.১৫ কোটি টাকার। অর্থাৎ শুরুর দিনেই ১৭৩.১৪ কোটি টাকা হওয়ায় ভর করে জমা পড়ে গেল। প্রথম দিনের প্রাপকদের তালিকায় আছে ৭টি দলের নাম। একটু দেখে নেওয়া যাক –

এখানিউএমকে ৬ কোটি
ভারত রেষ্টা সমিতি ২২.৫০ কোটি
বিজেপি ২৪৬.৩০ কোটি
কংগ্রেস ১০.১০ কোটি
শিবসেনা ৭.৭০ কোটি
তেলুগু দেশম পার্টি ০.৩০ কোটি
ওয়াইএসআরএ কংগ্রেস ৬.২৫ কোটি
তালিকা অনুযায়ী একদম সূচনার দিনেই পিছিয়ে যাওয়া যাক, অর্থাৎ ১২ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে। সেইদিন ১৬৮টি বন্ড বিক্রি হয়েছিল। কিনেছিল ১০টি সংস্থা, আর মোট দাম ছিল ১২২,০১ কোটি টাকা। আবার সেই দিনেই রাজনৈতিক দলগুলোর ভাড়ারে বন্ড জমা পড়েছিল ২৯৫.১৫ কোটি টাকার। অর্থাৎ শুরুর দিনেই ১৭৩.১৪ কোটি টাকা হওয়ায় ভর করে জমা পড়ে গেল। প্রথম দিনের প্রাপকদের তালিকায় আছে ৭টি দলের নাম। একটু দেখে নেওয়া যাক –

গত ৬ মার্চের এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সাইবাবা নাকি মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অনুরাধা গান্ধির (সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে অনুরাধা ধান্ডে) নামে এক প্যানেল তৈরি করে খবরের শিরোনামে আসেন। এইবার গান্ধির কথায় আসি। আমি অনুরাধা গান্ধি সম্বন্ধে জানতে পারি সাংবাদিক-লেখক রাহুল চক্রবর্তীর লেখা ‘হেলো বস্তার’ গ্রন্থে। এক বর্ণময় চরিত্র, যিনি মাওবাদীর পরিচয় ছাড়াও বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন মহারাষ্ট্রের খরাপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এবং নাগপুর লাগোয়া শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে এক মুখ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য।

তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিচিতি এক নারীবাদী আন্দোলনের পুরোহা হিসেবে। তাঁর লেখা সংকলন গ্রন্থ ‘স্ক্রিপ্টিং দি চেঞ্জ’ (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) নারীবাদের উপর এক অসাধারণ গ্রন্থ যা বিদেশ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কায়েরি স্বার্থের কাছে তিনি পরিচিত একদম মাওবাদী রূপে এবং তাঁর সঙ্গে কোনও সংস্রব থাকা মানে দেশদ্রোহিতা। তাই ঘটেছে সাইবাবার ক্ষেত্রে। অনুরাধার নামে প্যানেল প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে, অনুরাধা প্রায় বিনা চিকিৎসায় ফ্যালসিপেরমা ম্যালেরিয়ায় মারা যায় ২০০৮ সালের ১২ এপ্রিল। তাঁর মৃত্যুর পরে দিল্লি জেএনইউ-তে ‘কংগ্রেড অনুরাধা মোমোরিয়াল কমিটি’ প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই

বোঝাই যাচ্ছে হিসাববাহীন ১৭৩.১৪ কোটি টাকার বন্ডের সিংহভাগটাই গিয়েছিল বিজেপির ঘরে। বাকি ৬৩৮ দল মিলে মোট পেয়েছিল ৪৮.৮৫ কোটি টাকা। যদি ধরেও নিই সবটাই হিসাববহির্ভূত, তাহলেও বিজেপির ভাগে এমন বেহিসাবি বন্ড পড়ে থাকে ১২৪.২৯ কোটি টাকা। না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা শ্লোগানের কি অসাধারণ পরিণতি! অবশ্য যীরা সূপ্রিম কোর্টে দাড়িয়ে ফাইল হারিয়ে যাবার অজুহাত দিতে পারেন, তাঁদের পক্ষে সবই সম্ভব।

ইলেক্টোরাল বন্ড চালু হওয়ার পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের মোদ্দা যুক্তি ছিল, এর ফলে রাজনীতিতে কালো টাকার আগমন বন্ধ হবে। ৩০ জানুয়ারি, ২০১৭ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের কাছে এই প্রকল্প কতদূর স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারবে, সেই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। সরকার সেই



আশঙ্কাকে পাত্তা না দিয়ে দু’দিন পরেই বাজেট প্রণায়ে ইলেক্টোরাল বন্ডকে স্থান দিল। কী কারণে এত তাড়াহুড়ে ছিল? পরবর্তী আলোচনাতেই সেই আভাস পাওয়া যাবে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রতি বছরই আয়কর এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে আয়বাবের হিসাব জমা করতে হয়। আয়ের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় চিহ্নিত উৎস থেকে আসে। যেমন ব্যাঙ্কের সুদ, সদস্যদের চাঁদা এবং লেভি, সম্পদ ও প্রকাশনার বিক্রি। আবার কতগুলো সূত্রে উপার্জনের নির্দিষ্ট উৎস নির্ধারণ করা মুশকিল। যেমন কুপন বিক্রি এবং মিছিল/মোচাঁ থেকে আয়। আবার যে কোনও পাটিই অনুদান নিতে পারে। তবে ২০,০০০ টাকার উপরে কেউ অনুদান দিয়ে দোষ চাওয়া যায়। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত সেই তথ্য জমা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে যে টাকা একটি পাটি পাবে, তার ক্ষেত্রে কিন্তু বন্ডপাত্রার তথ্য জানানোর দরকার নেই বলেই আইনে বন্দোবস্ত করা হয়। অর্থাৎ ইলেক্টোরাল বন্ড শুরু যেহেঁতই হলে দাঁড়াল অজ্ঞাত সূত্রে উপার্জনের মাধ্যম।

আপাতভাবে মনে হতেই পারে, কোম্পানি বন্ড কিনেছে নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। আবার কোনও দল যখন সেই বন্ড পাচ্ছে, পুরো টাকাটাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই যাচ্ছে। পরোটাই হচ্ছে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। একটা স্বচ্ছতা তো আছেই। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যাটা এই ভাবনার

সুরঞ্জন আচার্য

গোড়ায় যে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অবৈধ টাকার আদানপ্রদান সম্ভব নয়। সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব। ইদানিংকালে বেশ কয়েকটি তদন্তের ক্ষেত্রে এমন মানি ট্রেল খুঁজতে খুঁজতে তদন্তকারী সংস্থার নাজেহাল হয়ে যাওয়ার ঘটনা আমাদের স্মরণে থাকা উচিত। ধরা যাক, ‘ক’ ১০,০০০ টাকা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাঠালেন ‘খ’-কে। ‘খ’ সেই টাকা ভাগভাগ করে পাঠাল ২০ জনকে। আবার সেই ২০ জনের প্রত্যেকে পাঠাল ৫ জনকে। সেই ১০০ জন আবার প্রত্যেকে পাঠাল ১০০ জনকে। তাহলে জালে এল কতজন? ১০,০০০। সম্ভব এদের প্রত্যেকের তথ্য ঘটা? সঙ্গে এদের অন্যান্য লেনদেনও

আছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়াতে এত আর্থিক যেটোলা তালৈ হচ্ছে কী করে? যারা বন্ড পেল, তাদের তালিকায় বিজেপি যে সবার উপরেই থাকবে, সেটা অমান্য করতে কষ্ট হয় না। বিজেপি পেয়েছে ৬০৬৩.৫১ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বিক্রি হওয়া বন্ডের প্রায় ৫০ শতাংশ। কিন্তু বন্ডগুলো কারা কিনল? প্রথম ১০টি নাম একবার দেখে নেওয়া যাক।

ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ ১৩৬৮ কোটি
মেধা এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রা লিঃ ৯৬৬ কোটি
কুইক সাপ্লাই চেন প্রাঃ লিঃ ৪১০ কোটি
হলদিয়া এনার্জি লিঃ ৩৭৭ কোটি
বেদান্ত লিঃ ৩৭৫.৬৫ কোটি
এসেল মাইনিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ২২৪.৫০ কোটি

ওয়েস্টার্ন ইউ পি পাওয়ার ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃ ২২০ কোটি
কেভেটোর ফুড পার্ক ইনফ্রা লিঃ ১৯৫ কোটি
মদনলাল লিঃ ১৮৫.৫ কোটি
ভারতী এয়ারটেল লিঃ ১৮৩ কোটি
সর্বথেকে বেশি বন্ড কিনেছিল ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, যা আশ্চর্য একটা লটারি পরিচালক সংস্থা। এই সংস্থাই ২০২০ সালে বন্ড কিনেছিল ১৫০ কোটি টাকার, ২০২০ সালে ৩৩৪ কোটি, ২০২২ সালে ৫০০ কোটি, ২০২৩ সালে ৩২১ কোটি এবং অবশিষ্ট ৬৩ কোটি টাকা

২০২৪ সালে। এই সেই কোম্পানি পি এম এল আইনে ইডি ২০১৫ সালে যার ১০০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল। অভিযোগ লটারি প্রাপকদের নামের গরমিল করিয়ে এই কোম্পানি সিকিম সরকারের ৯০০ কোটি টাকার ক্ষতি করেছিল। ২০২২ সালেও ফিউচারের ১৯.৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। সেই কোম্পানি কেন ১৩৬৮ কোটি টাকার বন্ড কেনে আর কার পায়ে উপহার দেয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

তালিকার দ্বিতীয় নাম মেধা এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রা লিঃ। এই কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট আরো তিনটে কোম্পানি প্রচুর টাকার বন্ড কিনেছে। ওয়েস্টার্ন ইউ পি পাওয়ার ট্রান্সমিশন কোঃ লিঃএর নাম প্রথম দশের তালিকাতেও আছে। এছাড়াও আছে এস ই পি সি পাওয়ার (৪০ কোটি) এবং এভরি ট্রান্স প্রাঃ লি (৬ কোটি)। চারটে

সঙ্গে এই কোম্পানি বন্ড কিনেছিল ১২৫ কোটি টাকার, যেখানে তার মোট ব্যবসা ছিল ৫০০ কোটির। যদি নিট মুনাফা খুব চড়া হারে ২০ শতাংশও ধরা হয়, তাহলেও কোম্পানির নিট আয় ছিল ১০০ কোটি। তার মানে কুইক সাপ্লাই নিজের আয়ের থেকেও বেশি মূল্যের বন্ড কিনেছিল। কেন? কোন স্বার্থে? ২০১৪ থেকে ২০২৪, মোদি জমানার এই দশ বছরে যে দুটি কর্পোরেট গোষ্ঠী সবথেকে লাভবান ও স্ক্টিত হয়েছে, তারা হল আদানি ও আদানি গ্রুপ। কাজেই এমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশে গ্রুপের অপসিড থাকার কথা না।

বন্ডের লাভ যারা পেয়েছেন সেই পাটিদের তালিকার প্রথম ১০টি নাম দেখলেই পারস্পরিক সম্পর্কের চেহারাটা বোঝা যাবে।

বিজেপি ৬০৬৩.৫১ কোটি
টি এম সি ১৬৩৯.৫৩ কোটি
কংগ্রেস ১৪২১.৮৬ কোটি
বি আর এস ১২১৪.৭০ কোটি
বিজু জনতা দল ৭৭৫.৫০ কোটি
ডি এম কে ৬৩৯.০০ কোটি
ওয়াই এস আর কংগ্রেস ৩৩৭.০০ কোটি
তেলুগু দেশেম ২১৮.০০ কোটি
শিবসেনা ১৫৮.৩৮ কোটি
দশ বছর ধরে দিল্লির ক্ষমতায় থাকার কারণে বিজেপি যে লাভের গুড় সবথেকে বেশি খাবে তাতে সন্দেহ নেই। শুরুতেই দেখেছি বন্ড চালু হওয়ার দিনেই বিজেপি অন্তত ১২৪.২৯ কোটি বন্ড-বহির্ভূত টাকা বন্ডের নামে পেয়েছিল। যে যেখানে ক্ষমতায় আছে, সাধ্যমত লড়ে যাওয়ার চেষ্টা প্রায় সকলেই করেছে। তবে একগুঁষ রাজ্যে সরকার চালিয়েও কংগ্রেস যে তৃতীয় স্থানে নেমে গেল কীভাবে, সেটাই অবাক করার। একটি মাত্র রাজ্যে সরকার চালিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস খাচ্ছে তৃতীয় স্থানে এবং বিআরএস চতুর্থ। এই দুটি মাত্র আঞ্চলিক দলই ১০০০ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে সিএজ রিপোর্টের ভিত্তিতে বিআরএসের বিরুদ্ধে মেধা এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রা লিঃ-কে বাড়তি অর্থ দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি এবং কংগ্রেস। অভিযোগ সত্যি হোক আর মিথ্যে, ঘটনা তাে সত্যি, অন্তত সি এ জি রিপোর্টের ভিত্তিতে। আর এটাই আবার চোখে আঙুল তুলে প্রমাণ করে দেয়, ইলেক্টোরাল বন্ড আদতে আইনি পদ্ধতিতে দুর্নীতি বজায় রাখারই একটা হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে এসেছে।

কোম্পানি মিলে মোট বন্ড কিনেছে ১২০০ কোটি টাকার। এই মেধা এঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রা লিঃ জেঞ্জিলা সুরঙ্গ নির্মাণের বরাত পায়। আবার তার অধীনস্থ সংস্থা ওলেক্স ভ্রিনটেজ প্রায় ৩০০০ বাস সরবরাহ করার কন্ট্রাক্ট। ২০২২ সালে এই মেধা কোম্পানিই প্রতিরক্ষা দপ্তরে ৫০০০ কোটি টাকার

ছায়াবিচার বা কল্পবিচার

দীর্ঘ ১০ বছর কারাবাসের পরে কথিত মাওবাদী কমিউনিস্ট বলে পরিচিত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ৮০% বিকলাঙ্গ জি এম সাইবাবাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ গত ৫ মার্চ। এর পরে হয়ত মামলা সূপ্রিম কোর্ট অবধি পড়বে। কিন্তু মুক্তি পেলেও কি স্তব্ধতা থাকবে গণতন্ত্রের এই নাগরিক? ছায়াবিচার চলতে থাকবে। ব্রিটিশ আমলের দেশদ্রোহিতার আদান এখনও বলবত আছে এবং স্বাধীনতার পরেও তার অপব্যবহার করে চলেছে স্বাধীনতা-উত্তর দেশের সমস্ত নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার। আইনানুযায়ী পদক্ষেপের পাশাপাশি চলতে থাকে ছায়াবিচার। এই ছায়াবিচার পরিষ-ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ফোনে হুমকি দিয়ে, পল্লিবাসে লোককে হেনস্থা করে বা সামাজিক মাধ্যম সহ সমস্ত মাধ্যমের সাহায্যে অপপ্রচার করে চলতে থাকে।

গত ৬ মার্চের এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সাইবাবা নাকি মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অনুরাধা গান্ধির (সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে অনুরাধা ধান্ডে) নামে এক প্যানেল তৈরি করে খবরের শিরোনামে আসেন। এইবার গান্ধির কথায় আসি। আমি অনুরাধা গান্ধি সম্বন্ধে জানতে পারি সাংবাদিক-লেখক রাহুল চক্রবর্তীর লেখা ‘হেলো বস্তার’ গ্রন্থে। এক বর্ণময় চরিত্র, যিনি মাওবাদীর পরিচয় ছাড়াও বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন মহারাষ্ট্রের খরাপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এবং নাগপুর লাগোয়া শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে এক মুখ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিচিতি এক নারীবাদী আন্দোলনের পুরোহা হিসেবে। তাঁর লেখা সংকলন গ্রন্থ ‘স্ক্রিপ্টিং দি চেঞ্জ’ (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) নারীবাদের উপর এক অসাধারণ গ্রন্থ যা বিদেশ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কায়েরি স্বার্থের কাছে তিনি পরিচিত একদম মাওবাদী রূপে এবং তাঁর সঙ্গে কোনও সংস্রব থাকা মানে দেশদ্রোহিতা। তাই ঘটেছে সাইবাবার ক্ষেত্রে। অনুরাধার নামে প্যানেল প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে, অনুরাধা প্রায় বিনা চিকিৎসায় ফ্যালসিপেরমা ম্যালেরিয়ায় মারা যায় ২০০৮ সালের ১২ এপ্রিল। তাঁর মৃত্যুর পরে দিল্লি জেএনইউ-তে ‘কংগ্রেড অনুরাধা মোমোরিয়াল কমিটি’ প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই

বোঝাই যাচ্ছে হিসাববাহীন ১৭৩.১৪ কোটি টাকার বন্ডের সিংহভাগটাই গিয়েছিল বিজেপির ঘরে। বাকি ৬৩৮ দল মিলে মোট পেয়েছিল ৪৮.৮৫ কোটি টাকা। যদি ধরেও নিই সবটাই হিসাববহির্ভূত, তাহলেও বিজেপির ভাগে এমন বেহিসাবি বন্ড পড়ে থাকে ১২৪.২৯ কোটি টাকা। না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা শ্লোগানের কি অসাধারণ পরিণতি! অবশ্য যীরা সূপ্রিম কোর্টে দাড়িয়ে ফাইল হারিয়ে যাবার অজুহাত দিতে পারেন, তাঁদের পক্ষে সবই সম্ভব।

ইলেক্টোরাল বন্ড চালু হওয়ার পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের মোদ্দা যুক্তি ছিল, এর ফলে রাজনীতিতে কালো টাকার আগমন বন্ধ হবে। ৩০ জানুয়ারি, ২০১৭ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের কাছে এই প্রকল্প কতদূর স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারবে, সেই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। সরকার সেই

পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায়

অনুসন্ধান করি। ব্রিটিশ এই প্রত্নতাত্ত্বিক ভারতে ১৯২৭ সালে ‘ব্রিস্ট সেবা সংঘ’-এর হয়ে কাজ করতে এসে বস্তার অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে গবেষণামূলক কাজ করেন এবং তার পাশাপাশি বন্ধু শামরাও হিভালের সহযোগিতায় আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষামূলক এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে নিজেকে নিবেদিত করেন। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করে তিনি অনেক উপজাতিদের লোকসংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবন বিষয়ে পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। নির্বিঘ্নে কাজ করার উদ্দেশ্যে

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সাইবাবা নাকি মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অনুরাধা গান্ধির (সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে অনুরাধা ধান্ডে) নামে এক প্যানেল তৈরি করে খবরের শিরোনামে আসেন। এইবার একটু নিজের কথায় আসি। আমি অনুরাধা গান্ধি সম্বন্ধে জানতে পারি সাংবাদিক-লেখক রাহুল পণ্ডিতা’র লেখা ‘হেলো বস্তার’ গ্রন্থে। এক বর্ণময় চরিত্র, যিনি মাওবাদীর পরিচয় ছাড়াও বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন মহারাষ্ট্রের খরাপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এবং নাগপুর লাগোয়া শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে এক মুখ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিচিতি এক নারীবাদী আন্দোলনের উপর এক অসাধারণ গ্রন্থ যা বিদেশ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।

অনুরাধার স্মৃতিতে এক বক্তৃতার আয়োজন করেন। যেখানে একটি স্মৃতি কমিটিই রয়েছে সেখানে এককভাবে তিনি কীভাবে অভিযুক্ত হন।

এর পরে আসি কয়েক মাস আগে ঘটা এক কাহিনিতে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্ম অভিযোগে আনেন যে, মৃত প্রত্নতাত্ত্বিক ভেরিয়ার এলউইন উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে বিশেষ ভূমিকা নেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরু। আসল ঘটনা বলার আগেই জানাই যে, এই ভেরিয়ার এলউইন সম্বন্ধে আমি জানতে পারি রামচন্দ্র গুহ-র লেখা ‘স্যাভেজি: দি সিভিলাইজড’ গ্রন্থ থেকে। পরে আমি এই ব্যক্তির সম্বন্ধে

তিনি পরিবারের সঙ্গে সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন করেন এবং খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেন অনুষ্ঠানিকভাবে। তখনও তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতে যাননি।

স্বাধীনতালভার পরে অধুনা অরুণাল রাজ্যের অসংখ্য উপজাতিকে সংহত করতে তাঁকে সেই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেন নেহরু। কিন্তু কার্যত সেখানে ভেরিয়ার প্রশাসনিক কাজেও বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। দেশভাগের আগে শেষ তিন দশক ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলে প্রশাসনিক অধিকার কায়েম করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই কাজ অসমাপ্ত ছিল। বস্তুত, এই অঞ্চল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিকভাবে দক্ষিণ তিব্বতের অধীনে

epaper.thestatesman.com

মুখ্যমন্ত্রী জখম হওয়া নিয়ে এসএসকেএমের ব্যাখ্যা ‘ভুল’ বলল তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি– মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পড়ে গিয়ে জখম হওয়া কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। আদতে খাঙ্কা দেওয়াই হয়নি মুখ্যমন্ত্রীকে। এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ এর ব্যাখ্যাকে ‘ভুল’ বলে দাবি করলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তাহলে? কিভাবে পড়ে গেলেন কেনেত্রী? এ কোনো সাধারণ পড়ে যাওয়া নয়, রীতিমতো জখম হয়েছেন। এমনকি রক্তপাত হয়েছে। সব জল্পনাকে উড়িয়ে দিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র শশী পাঁজা। তিনি বলেন, ‘পুশ ফ্রম বিহাইন্ড’ শব্দের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

খাঙ্কা রহস্যের ইতি টেনে শশী পাঁজা বলেন, “বিষয়টা সিনকোপ। অনেক সময় হঠাৎ করে মুর্ছা যাওয়ার ঘটনা ঘটে। এর সঙ্গে কেউ খাঙ্কা দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। শরীরের মধ্যে আমচকা অস্থিহতা দেখা দেয়। সেই সময় কেউ পড়ে যেতেই পারে।” অর্থাৎ সহজ ভাষায়, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাওয়া ব্যতীত কোনো জটিল বিষয় নয়। এমন কোনো কারণেই মুখ্যমন্ত্রী পড়ে গেছেন আচমকা ফলে কপালে চোট পেয়েছেন, দাবি শশী পাঁজার। যদিও গুজবের সকালে হাসাপাতালের ডিরেক্টর মণিষা বন্দোপাধ্যায় নিজের ভুল স্বীকার করে বলেন, তাঁর মন্তব্যের



ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন খাঙ্কা দেওয়ার মতো অনুভূতি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত্রে মুখ্যমন্ত্রী পড়ে গিয়ে গুরুতর ভাবে জখম হন। কপাল থেকে রক্তপাত হতে থাকে। তাঁকে নিয়ে আসা হয় এসএসকেএমে। সেখানে তার সব রকমের চিকিৎসা করানো হয়। সে মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন অভিষেকও। হাসপাতালের তরফ থেকে জখম হওয়ার কারণ

হিসেবে বলা হয় ‘পুশ ফ্রম বিহাইন্ড’ অর্থাৎ পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। এ খবর প্রকাশ্য আসতেই নড়েচড়ে বসে গোটা বাংলা। চিন্তায় পড়ে যান রাজনৈতিক মহল থেকে তৃণমূল নেতাকর্মী, সমর্থক এবং মুখ্যমন্ত্রীর অনুগামীরা। কে খাঙ্কা মেরেছেন? কেনই বা খাঙ্কা মারা হলো তাও আবার মুখ্যমন্ত্রীর শোবার ঘরে? এসব প্রশ্ন উঠতে থাকে। নির্বাচনের আগে ফের তৃণমূলে ফারা, এই চিন্তায় রাত কাটে তৃণমূল নেতৃত্বদের। তবে হাসপাতালের ব্যাখ্যাকে আমল না দিয়ে সবকিছুর খেলসা করেছেন শশী পাঁজা। গুজবাবর সকালে দূর্যটনার কারণ খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। কিন্তু বর্তমানে শশী পাঁজার ব্যাখ্যায় তিনিও আশ্বস্তবোধ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী জখম হলেও, ভর্তি ছিলেন না হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার রাত্তেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাই কিছুটা হলেও চিন্তার গাঢ়ত্ব কমেছিল তৃণমূলের একাংশের। বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বাড়িতেই চিকিৎসাধীন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের দাবি, তিনি বর্তমানে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল।

শাহজাহানের গাড়ি চালিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে ফিরল ইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি– শেখ শাহজাহানের গাড়িখানা থেকে বাজেয়াপ্ত তিন গাড়ি নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে চলে এলইডি। শেখ শাহজাহানের নিজের নামে কেনা গাড়ির দাম প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা। এই গাড়িতে যাতে দাগ না লাগে সে বিষয়ে স্পর্শকাতর ছিলেন শাহজাহান। তাঁর ভাই শেখ আলমগীরের পঁচিশ লক্ষ টাকার কালো রঙের গাড়ির সঙ্গে আরও তিনজনের নাম জড়িয়ে রয়েছে। সবশেষে ছড়খোলা জিপের সঙ্গে জড়িয়ে সন্দেহখালির আন্দোলনের পর তৃণমূলের টিকিট না পাওয়া নুসরত জাহান। দুব্বের খবর, এক সময় তাঁর ভোটের প্রচারে ব্যবহার করা হতো এই গাড়ি। গাড়িতে এখনও রয়েছে ডিপিআই স্টিকার, তৃণমূলের প্রতীক। এই গাড়িই এক সময় লোকসভার প্রচারে ব্যবহার করা হতো। অন্যদিকে গত ৫ জানুয়ারি শাহজাহান বাহানীর হামলাপর পর বাসন্তী হাইওয়ে ধরে ইডি, সিআরপিএফের ভাঙচুর হওয়া গাড়ির কনভয়ের ছবি আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। ১৪ মার্চ সেই বাসন্তী হাইওয়ে ধরে শাহজাহানের বাজেয়াপ্ত গাড়ি এদের অত্যাচারে যাওয়া ইডি আধিকারিকেরা নিজেরাই চালিয়ে আনলেন। শাহজাহানের গাড়ির মিডজিক সিস্টেম অন রইল।

মেদিনীপুর শহরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রুটমার্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ মার্চ– গুজবাবর মেদিনীপুর শহরের কেডি কলেজ, রাজাবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রুট মার্চ করে। এখানে লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়নি। সম্ভবত শনিবার লোকসভা নির্বাচনের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে রুটমার্চ ও টহলদারির কাজ শুরু করেছে। গুজবাবর মেদিনীপুর শহরের কেডি কলেজ, রাজাবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রুট মার্চ করে। সেই সঙ্গে তারা মানুষকে অভয় দেন যে আপনারা ভোটকেক্ষে গিয়ে নিজের ভোট নিজে দিবেন। তাই লোকসভা নির্বাচনের আগে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মেদিনীপুর শহরে গুজবাবর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রুট মার্চ করে বলে মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

সাংবাদিকের আইনি রক্ষাকবচ বাড়িয়ে ফের রাজ্যের রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি– চলতি সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে উঠে পূর্ব বর্মান জেলার পূর্বস্থলী এলাকার এক সংবাদ বিষয়ক মামলা। মামলাকারী সাংবাদিক মোল্লা জসিমউদ্দিনের আইনজীবী বৈদ্যুর্ষ ঘোষাল বলেন, ‘প্রকাশিত খবর নিয়ে একশাইআর খারিজের মামলায় রাজ্যের কোন রিপোর্ট এখনও অবধি জমা পড়েনি। আগামী মে মাস অবধি সাংবাদিককে আইনী রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে’। পরবর্তী শুনানি ২২ মে মাসে রয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি বিবেক চৌধুরীর এজলাসে এই মামলা উঠলেও রাজ্য কোন রিপোর্ট দেয়নি। কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার পরিপেক্ষিতে রাজ্যের কাছে দু-দুবার রিপোর্ট চাইলেও কেন জমা দিচ্ছে না? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাংবাদিক মোল্লা জসিমউদ্দিন। গতবুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে উঠে পূর্বস্থলী থানা এলাকায় এক খবর সংক্রান্ত মামলা। এক ওয়েব পোর্টালের সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিন মামলা খারিজের আদেশন জানিয়ে এই মামলাটি করেছেন। কলকাতা হাইকোর্ট মামলা খারিজের আদেশন গ্রহণ করেছে। রাজ্যের কাছে ওই মামলার যাবতীয় তথ্য কলকাতা হাইকোর্ট গত ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোর্ট আকারে তলব করেছিল তৎকালীন বিচারপতি বিবেক চৌধুরীর এজলাস। সেইসাথে ওই ওয়েব পোর্টাল সম্পাদক কে আইনি রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে’। মামলাকারী দাখিল মামলায় প্রশ্ন তুলে জানিয়েছেন, ‘প্রকাশিত খবর সত্য না মিথ্যা? সেটি নির্ণয় করবে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। এখানে পুলিশ কি করে খবর সংক্রান্ত মামলা রুজু করলো? হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যে জনরোয তৈরির অভিযোগ খোলা হয়েছে তার সপক্ষে সাইবার রিপোর্ট এবং জনরোযের বিস্তারিত তথ্য কোথায়? তাছাড়া কোন খবর মিথ্যা বলে

অভিযোগকারীর মনে হলে তা সংশ্লিষ্ট সম্পাদক কে চিঠি/ ইমেলে মারফত জানাতে হয়। এরপর আইনী মোশনি পাঠাতে হয়। কোথায় খবরটি তথ্য বিকৃত করা হয়েছে? তাই জানানো হয়নি?’ উল্লেখ্য, এক এনজিও সংস্থার দুর্নীতি বিষয়ক খবর প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন সাংবাদিক শ্যামাল রায় (বর্তমানে মৃত)। খবর প্রকাশে ওই ওয়েব পোর্টালের সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিন কে অভিযুক্ত করা হয়। নিম্ন আদালতের কোন সমন না দিয়েই সরাসরি ‘ওয়ারেন্ট’ ইস্যু করা হয় কালনা মহকুমা আদালতে। মামলাকারী পূর্বস্থলী থানার মামলা গ্রহণে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার, সংশ্লিষ্ট থানার আইসি এবং জেলার পুলিশ সুপারকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। তার উত্তর অবশ্য দেয়নি পুলিশ কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় গনতন্ত্রে চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে সংবাদমাধ্যম পড়ে। আর এই সংবাদমাধ্যম মূলত তিনপ্রকার হলেও চলতি সময়ে পোর্টাল নিউজ সংবাদমাধ্যমের আরেকটি রূপে এসেছে। গত ২০১৮ সালের পঞ্চায়ত নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য সরকারের সাংবাদিকদের পেনশন সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে – সাংবাদিক হিসাবে ওয়েব পোর্টাল সাংবাদিকরাও পড়ছে। অপরদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া’ রয়েছে সংবাদ সম্পর্কিত অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নিতে। সাধারণত কোন সংবাদমাধ্যমে কোন খবর নিয়ে কারও অসন্তোষ, অভিযোগ থাকলে সেই সংবাদমাধ্যমকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে হয় সংবাদটি সংশোধন করার জন্য। এতে কোন কিছু না হলে আইনজীবীর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ পাঠাতে হয় নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে। কেননা প্রকাশিত কোন খবর নিয়ে পুলিশ কোন মামলা সরাসরি গ্রহণ করতে পারেনা বলে প্রবীণ সাংবাদিকরা জানিয়েছেন।



মুখ্যমন্ত্রীর আরোগ্য কামনায়া ছবি হাতে বহরমপুরের মন্দিরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পূজা।

মেট্রোয় ভোট প্রচার হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী রথীনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৫ মার্চ– হাওড়া-এসপ্লানেড মেট্রো রুটে যাত্রী পরিষেবা শুরুর দিনই আরপিএফের সঙ্গে মৃদু বচসার পর মেট্রোয় প্রচার সারলেন হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতার পাশাপাশি বিলি করলেন চকোলেটও। চিকিৎসক রথীন চক্রবর্তী হাওড়া থেকে কলকাতায় নিজস্ব চেসারে যান। গুজবাবর হাওড়া থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত রুট মেট্রো চড়েই যান। সঙ্গে ছিলেন বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক। মেট্রো স্টেশনের প্রবেশপথে প্রথমে প্রচার করেন। এর পর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মেট্রো স্টেশনে ঢুকে যান। আরপিএফ বাধা দেন তাঁকে। মৃদু বচসাও হয়। পরে

যদিও মেট্রো স্টেশনে ঢুকে যান। হ্যান্ডমাইক নিয়ে তাঁর সমর্থনে প্রচার করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। আর পাঁচজন যাত্রীর সঙ্গে মেট্রোয় চড়ছেন বিজেপি প্রার্থী। রথীন চক্রবর্তী জানান, “আজকের এই দিনটি ঐতিহাসিক। আমরা গর্বিত নরেন্দ্র মোদি এটা সকলের জন্য করেছেন। আমাদের কাছে কোনও বাধাই বাধা নয়। আমরা নরেন্দ্র মোদির গর্বিত সৈনিক।” রথীন চক্রবর্তীর সমর্থনে প্রচার করা বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, “দেশের মধ্যে কলকাতাতেই প্রথম মেট্রোর সূচনা হয়েছিল। এবার নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়েই প্রথম গলগাড়ে মেট্রো চালু হল। মোদি যেটা বলেন সেটাই করে খেোন, এটাই মোদির গ্যারান্টি।”

খবরের সাতসতেরো জোট-স্বার্থ নাকি কংগ্রেসকে বিপাকে ফেলা! প্রার্থী প্রত্যাহার আপের

দিল্লি, ১৫ মার্চ– আপ-কংগ্রেসের যে একেই বলে আদায় কাচকলায় সম্পর্ক তা ফের একবার প্রমাণিত হল গুজবাবর। ইন্ডিয়া জোট গঠনের প্রথম দিন থেকে কংগ্রেস-আপ দূরত্ব বেড়েই চলেছে। এবার সেই দূরত্বের নতুন নমুনা পাওয়া গেল আপের প্রার্থী প্রত্যাহারের মাধ্যমে। বিজেপিকে হারানোর লক্ষ্য নিয়ে একত্রিত হওয়া দলগুলির মধ্যে একাধিক দল জোটের স্বার্থে সামান্যতম স্বার্থত্যাগ করতেও রাজি নয়। যা নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে চলছে জোট জটিলতা বেড়েই চলেছে। সেই তালিকায় এবার নাম অসমের। যদিও অসমের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে আসনরফা করতে এগিয়ে এসেছে আপ। কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজি নয়। আসলে কংগ্রেসের সঙ্গে আসনরফা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই অসমের ৩ কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা

করে দেয় আপ। উত্তরপূর্ব ভারতের ওই রাজ্যের ১৪ আসনের মধ্যে ৩ কেন্দ্রেই প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লির শাসকদল। গুয়াহাটি, সোনিতপুর এবং ডিব্রুগড়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে আপ। কেজুরিওয়ালের দলের প্রার্থীরা প্রচারেও নেমে পড়েন।

কিন্তু এর পরই কংগ্রেসের সঙ্গে একাধিক রাজ্যে আসনরফা হয়ে যায়। দিল্লি, গুজরাত, হরিয়ানা, গোয়া, চণ্ডীগড়ে একাবদ্ধভাবে লড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কংগ্রেস এবং আপ। যদিও সেই রফার অংশ হিসাবে ধরা হয়নি অসমকে। দিল্লির ৭ আসনের মধ্যে ৪টি জনপদ সিদ্ধান্ত নেয় আপ। গুজরাতের দুটি, হরিয়ানার একটি আসনেও লড়াই করবে দিল্লির শাসকদল। চণ্ডীগড়ের একটি এবং গোয়ার দুটি আসনেই কংগ্রেস লড়বে বলে ঠিক হয়।

এবার আপ জানিয়ে দিল, ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে রাজি তারা। ওই ৩ কেন্দ্রের মধ্যে গুয়াহাটি থেকে প্রার্থী প্রত্যাহার করেছে আপ। তাঁদের দাবি, এবার কংগ্রেসও বড় মনের পরিচয় দিক। বাকি দুটি আসনের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করুক তারাও। কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজি নয়। অসমের ১৪ আসনের ১৩টিতে ইন্ডিয়া জোটের তরফে লড়ছে কংগ্রেস। আরেকটি আসনে লড়ছে কংগ্রেসেরই জোটসঙ্গী অসম জাতীয় পরিষদ। আপের জন্য দুটি আসন কোনওভাবেই ছাড়তে চায় না হাত শিবির।

তবে আপের এটি স্বার্থত্যাগ নাকি কংগ্রেসকে বিপাকে ফেলার ইচ্ছা তা নিয়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। কারণ কংগ্রেস যদি এই প্রার্থী সমঝোতায় রাজী না হয় তাহলে প্রমাণিত হবে যে কংগ্রেসই কোনও সমঝোতায় যেতে চায় না।

শ্রদ্ধা হত্যাকারী আফতাবকে দিনে ৮ ঘন্টা খোলা জায়গায় রাখার নির্দেশ

দিল্লি, ১৫ মার্চ– লিভইন পার্টনার শ্রদ্ধা ওয়াকারকে হত্যার পর গোটা দেশে রাতারাতি কুখ্যাত হয়ে গিয়েছিল আফতাব পুনাওয়ালা। সেই হত্যার দায়ে আপাতত তিহাড় জেলে বন্দি শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যা মামলায় প্রধান অভিযুক্ত তাঁর লিভইন পার্টনার আফতাব। সেই আফতাবকে দিনে ৮ ঘণ্টা জেলের মুক্ত পরিবেশে রাখার নির্দেশ দিল আদালত।

আফতাবের আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতেই এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আইনিজীবী আদালতে প্রশ্ন তুলেছেন তার মক্কেলকে নিরাপত্তার নাম করে ২৪ ঘণ্টা নির্জন গরাদে রাখা নিয়ে। ওই আবেদনের প্রেক্ষিতেই গুজবাবর এই নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, নিরাপত্তার কারণে অভিযুক্তকে অন্য বন্দিদের সঙ্গে রাখা হবে না ঠিকই। তবে দিনের মধ্যে ৮ ঘণ্টা তাঁকে মুক্ত পরিবেশের মধ্যে অর্থাৎ খোলা আকাশের নীচে রাখতে হবে। বিচারপতি সুরেশ কুমার কাইতের নেতৃত্বাধিন বৈষ্য এই নির্দেশ দিয়েছে।

মামলার শুনানিতে কারা কর্তৃপক্ষের আইনজীবী বলেন, হুমকির কারণে অভিযুক্তকে অন্য বন্দিদের সঙ্গে রাখা হয়নি। তিনি বলেন, “এর আগে, রোহিণীতে ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়ার সময় পুনাওয়ালাকে আক্রমণের পর তাকে যথার্থ নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়ে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল। তাই এই ব্যবস্থা।”

এরপরই বিচারপতি গিরিশের বৈষ্য জানায়, দিনের মধ্যে আট ঘণ্টা অপরাধীকে মুক্ত পরিবেশে রাখতে হবে।

পুনাওয়ালার বিরুদ্ধে ২০২২ সালের ১৮ মে দিল্লির মেহরাউলিতে তার লিভ-ইন পার্টনার শ্রদ্ধা ওয়াকারকে খামরোহ করে হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, খুন করার পর তাঁর দেহকে টুকরো টুকরো করে ফ্রিজে ভরে রেখেছিল। পরে সেই দেহাংশের টুকরো দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। ২০২৩ সালের ২৪ জানুয়ারি পুনাওয়ালার বিরুদ্ধে আদালতে ৬ হাজার ৬২৯ পাতার চার্জশিট জমা দেয়।

মহেশতলায় পথদুর্ঘটনা মৃত বাইক আরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৫ মার্চ– বৃহস্পতিবার রিকলে মহেশতলার ডাকঘর অঞ্চলের অটো স্ট্যান্ডের কাছে দ্রুত গতির টোটোর সাথে বাইকের মোমোমুখি সংঘর্ষে বাইক আরোহী গুরুতর জখম হন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুর্ঘটনার স্থলে থেকে টোটো চালক পালিয়ে গেলেও মহেশতলা থানার পুলিশ চালককে পরে আটক করে। সুত্রের খবর, মৃত বাইক আরোহী চল্লিশ বছরের মইদুল খান। বাড়ি ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলে। দুর্ঘটনার হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে এস এস কে এম হাসপাতালে পাঠানো হলেও বাঁচানো যায়নি মইদুল খানকে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে মহেশতলা থানার পুলিশ।



রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন তেলঙ্গানার রাজাপাল সুন্দরাজন, মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি প্রমুখ।

রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন জেতার ব্যাপারে এগিয়ে পুতিন

মস্কো, ১৫ মার্চ – রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শুরু হল ১৫ মার্চ। ভোটগ্রহণ চলবে ১৭ মার্চ পর্যন্ত। জেতার বিষয়ে অনেক এগিয়ে আছেন পুতিন। বর্তমান প্রেসিডেন্টে ব্লাদিমির পুতিন ছাড়া, আরও চারজন প্রার্থী আছেন প্রেসিডেন্টের দৌড়ে। রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে, কামচাটকা এবং চুকোটকা প্রদেশে ইতিমধ্যেই ভোটকেন্দ্র খোলা হয়েছে বলে জানিয়েছে রুশ সংবাদমাধ্যম। কামচাটকার গভর্নর ব্লাদিমির সোলোভভ প্রথম আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে ভোটদান করেছেন।এবারের রুশ নির্বাচনে প্রথমবারের জন্য ডনবাস এবং নভোরোসিয়ার জনগণ রুশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেবে। ডনবাস এলাকা ইউক্রেনের অংশ ছিল। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ চলাকালীন এই এলাকাটি দখল করে নিয়েছে রুশ বাহিনী। তবে নির্বাচনের আগেই কার্যত নিশ্চিত প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের জয় হবে। এই নির্বাচনে জিতলে আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত নিজের পদে থাকবেন পুতিন।

এই প্রথম রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তিনদিন ধরে হচ্ছে। প্রতিদিন স্থানীয় সময় সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত রাশিয়ার ৯৯,০০০ ভোট কেন্দ্র খোলা থাকবে। ১৭ মার্চ রাত ৯টায় শেষ হবে ভোটগ্রহণ। রুশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মস্কো-সহ ২৯টি অঞ্চলে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করা হবে। এর পাশাপাশি ভোট নেওয়া হচ্ছে অনলাইনেও। ২৯ জাতিগোষ্ঠী থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনে ব্যালট জমা নেওয়া হয়েছে। ৪৭ লক্ষ মানুষ অনলাইনে ভোট দিয়েছেন। অনলাইন ভোটের ফল ১৭ মার্চ রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে জানা যাবে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে প্রথমে ৯ জন দলীয় প্রার্থী এবং ২৪ জন নির্লি প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেন ১৫ জন। মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ১১। শেষ পর্যন্ত মাত্র চারজন প্রার্থী এই দৌড়ে রয়েছেন। পুতিনের প্রাধান প্রতিপক্ষ জেলবন্দি অ্যালেক্সেই নাভালনিকে আগেই নির্বাচনী লড়াই থেকে সরিয়ে দিয়েছিল রুশ প্রশাসন। পরে জেল হেফাজতেই নাভালনির মৃত্যু হয়। নাভালনির পরে বিরোধী মুখ হিসাবে উঠে আসে দুজনের নাম। তার মধ্যে একাত্তোরনি দুনোসভা মনোনায়ন দিয়েও তার নথিপত্র ভাটরি অভিযোগ দেখিয়ে তা খারিজ করে দেয় নির্বাচনী কমিশন। অপর জন বরিস নাদেবিন নির্বাচনে লড়তে চেয়ে ১ লক্ষ সই সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাও মধ্যে ৯৫ হাজার সইকে বৈধতা দিয়েছে কমিশন। ফলে দুজনের কেউই নির্বাচনে লড়তে পারবেন না।

মনে করা হচ্ছে , এই ভোটপ্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে নাভালনির মৃত্যুর ঘটনা। রুশ সংবাদ সংস্থা তাস সূত্রে খবর, ভিডিও বার্তায় রুশ প্রেসিডেন্ট বলেছেন, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে সবাই যেন নির্বাচনে অংশ নেন। সকলে মিলে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে

শুক্রেই বন্ধ পেটিএম

দিল্লি, ১৫ মার্চ– গুজবাবরই ফুরালো পেটিএম পেমেন্ট ব্যাঙ্কের আয়। যদিও পেটিএমের কদিনে শেষ পেরেকটি পোতা হয়েছে গত ৩১ জানুয়ারি। সেদিনই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পেটিএমের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কার্যকালের মেয়াদ বেঁধে দিয়েছিল ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পরে সময় বাড়িয়ে ১৫ মার্চ করা হয়। সেই হিসেবে গুজবাবরই বাঁপ বন্ধ হল পেটিএম পেমেন্ট ব্যাঙ্কের কারবার। এদিন থেকে তারা নতুন করে আর কোনও অর্থ এবং টপআপস জমা নিতে পারবে না। তবে অর্থ বা টপআপস লেনদেন ছাড়াও আর যে পরিষেবাগুলি বন্ধ থাকবে সেগুলি হল–

- ইউপিআই এবং আইএমপিএস: পিপিবিএল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেটিএম ব্যবহারকারীরা ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস এবং ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস এ টাকা পাঠাতে পারবেন না।
- স্যালারি ক্রেডিট: পিপিবিএল অ্যাকাউন্টে বেতন জমা করা যাবে না।
- পিপিবিএল অ্যাকাউন্ট থেকে সাবসিডি অথবা ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।
- ওয়ালেট পরিষেবা: পিপিবিএলের মাধ্যমে টপআপ এবং ট্রান্সফার পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে ব্যবহারকারীরা ওয়ালেটে জমা অর্থ খরচ করতে পারবেন।

- ফাস্টাগ রিচার্জ: পিপিবিএলের ইস্যু করা ফাস্টাগ রিচার্জ করা যাবে না। যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের অন্য ব্যাঙ্ক থেকে নতুন করে ইস্যু করে নিতে বলা হয়েছে।

- এনসিএমসি কার্ড: গ্রাহকরা পিপিবিএলের ইস্যু করা ন্যাশনাল কর্মন মোবিলিটি কার্ডে রিচার্জ ও টপআপ ভরতে পারবেন না।
- মার্চেন্টস: পেটিএম কিউআর কোড ব্যবহারকারী মার্চেন্টস অথবা ব্যবসায়ীরা টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। যদি পিপিবিএল ছাড়া অন্য কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা জমা পড়ে, তাহলে এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।
- রিফান্ডস: রিফান্ড, ক্যাশব্যাক, সোয়াইপ ইনস চলবে।
- অটো ডিভাকশন মোডের মাসিক বিল পেমেন্ট: বিদ্যুৎ অথবা ওটিসি সার্ভিসপন্থের এই পরিষেবা চলবে যতক্ষণ অ্যাকাউন্ট টাকা আছে, ততদিন পর্যন্ত।

‘ভুলে যাবেন না হাইকোর্টের ক্ষমতা কতটা?’ পুলিশ কমিশনারকে বিচারপতি মান্ত্বা

নিজস্ব প্রতিনিধি– শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্দেল বেক্ফের বিচারপতি রাজশেখর মাথ্বারের এজলাসে উঠে মোবাইল চুরি সংক্রন্ত এক মামলা। এদিন আদালতের পূর্বতন নির্দেশ না মানা়য় কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে তীব্র ভৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত অবমাননার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না? কলকাতার পুলিশ কমিশনারের উদ্দেশে তা জানতে চাইলেন বিচারপতি রাজশেখর মাথ্বার। এই মামলার শুনানি পূর্বে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, “আদালতের নির্দেশ কি খেলার জিনিস? হাইকোর্টের অর্ডার না মানলেও চলবে? পুলিশ কি এটাই মনে করছে?” কলকাতা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুদ্র বিচারপতি এদিন এজলাসে এও বলেন, “ভুলে যাবেন না, হাইকোর্টের ক্ষমতা” এরপরই মামলার পরবর্তী শুনানিতে এজলাসে হাজির হয়ে পুলিশ কমিশনারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মোবাইল চুরি সংক্রান্ত একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মামলাকারী এক ব্যক্তি। ওই মামলায় আলিপুর

পুলিশ কোর্ট থেকে হাজরা জরিং এবং কালীঘাট ফায়ার স্টেশন পর্যন্ত সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশ কমিশনারকে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। আদালত সূত্রে প্রকাশ, এই নির্দেশের পরেও কাজ হয়নি। উষ্টে পুলিশ কমিশনারের হয়ে কালীঘাট থানার ওসি রিপোর্ট দেয় আদালতকে। যা দেখে এদিন বেজায় ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি। পুলিশের উদ্দেশে বলেন, “ভুলে যাবেন না, হাইকোর্টের ক্ষমতা।” আগামী ২২ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি। ওইদিন সিপিকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। মামলাকারীর নাম পঙ্কজ কুমার দুগার। তাঁর মোবাইল চুরি যাওয়ার পর মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। গত ২০২২ সালের ওই মামলায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আদালতে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ কমিশনার নিজে সেই রিপোর্ট না দেওয়ায় অবমাননার অভিযোগ ওঠে। দাখিল মামলার আবেদনে জানানো হয়েছিল, ১৮ জুন, ২০২২ তারিখে তাঁর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন কোথায়? তা জানতে হবে মোবাইল সংস্থাকে। এর পাশাপাশি ওই দিন আলিপুর পুলিশ কোর্ট

থেকে হাজরা জরিং ও কালীঘাট ফায়ার স্টেশন পর্যন্ত পুরো এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছিল। আদালত পুলিশ কমিশনারকে যাবতীয় ফুটেজ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেয়। ওই মোবাইল সংস্থা থেকে তথ্য নিয়ে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশের পরেও কাজ হয়নি বলে মামলাকারীর অভিযোগ। এদিন কলকাতা পুলিশ কমিশনারের হয়ে কালীঘাট থানার ওসি রিপোর্ট দেয় আদালতকে। এই মামলার শুনানি পূর্বে কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্দেল বেক্ফ জানায়, ‘পুলিশ আদালতের নির্দেশ নিয়ে উপহাস করেছে।’ বিচারপতি রাজশেখর মাথ্বা এদিন পুলিশ কমিশনারের উদ্দেশে বলেন, ‘ভুলে যাবেন না, হাইকোর্টের ক্ষমতা কত?’ কমিশনারের উদ্দেশে বিচারপতি আরও বলেন, ‘আদালতের নির্দেশ কি খেলার জিনিস? হাইকোর্টের অর্ডার না মানলেও চলবে বলে কি পুলিশ মনে করছে? কেন আদালত অবমাননার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেব না?’ আগামী ২২ মার্চ ওই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে বলে জানা গেছে।

ভোটযুদ্ধের অস্ত্র তৃণমূলের ‘বাংলা অধিকার যাত্রা’

নিজস্ব প্রতিনিধি– ব্রিগেডের সভার পরই নির্বাচনী প্রচারের দামামা বাজিয়েছে জোড়াফুল। পদ্মফুল থেকে কাশ্তে হাতুড়ি সবের নৈরতিক দলগুলির নিয়ে পড়েছে ভোটযুদ্ধের ময়দানে। প্রত্যেক নির্বাচনের প্রাক্কালেই ভিন্ন স্টাইলের প্রচার পস্থা অবলম্বন করেন তৃণমূল নেতৃদ্বার। এবারও ব্যতিক্রমী নয়। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস শুরু করতে চলেছেন নতুন ঘরানায় প্রচার, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘বাংলা অধিকার যাত্রা’। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এখনো জানানো হয়নি নির্বাচনের দিনক্ষণ। কিন্তু প্রস্তুতি তুলে। বৃক্ষ্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশ্বজিৎ দাস বলেন আগামী ২০ মার্চ থেকেই তিনি বাংলা অধিকার যাত্রা শুরু করবেন। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র। এক একটা বিধানসভা ধরেই বিশ্বজিৎ দাস বাংলা অধিকার যাত্রায় সামিল হবেন। কেমন হবে এই যাত্রা? তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশ্বজিৎ। প্রথমে ওই বিধানসভার ধর্মীয় স্থানে পূজো দিয়ে এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করবেন। এরপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করবেন। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে পথসভা এবং কর্মীদের নিয়ে সভাও করবেন প্রার্থীরা। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার গোটা দেশে জারি করেছে সিএএ। তার বিরুদ্ধেই সোচ্চার হবেন বিশ্বজৎ দাস। সিএএ ‘কেন্দ্রের ভাওতাবাজি’, এটিই বোঝাবেন সাধারণ মানুষকে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা সামাজিক প্রকল্পের সুবিধাগুলি এবং বাংলার উন্নয়ন তুলে ধরবেন মানুষের কাছে।

দিদিকে বলাে কর্মসূচি থেকে অভিনেত্বের নবজোয়ার যাত্রা, জনগণের সভা দেখেছে বাংলা। এবার ‘বাংলা অধিকার যাত্রা’ এর মুখোমুখি হবেন অববাসী। তৃণমূলের এই বাংলা অধিকার যাত্রাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির। বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেন, গত ১২ বছর ধরে তৃণমূলের সময়ে বাংলার মানুষকে কতটা অধিকার দেওয়া হয়েছে, তার হিসেব দিক তুনমূল। তবে জবাব দিতে পিছিয়ে যাননি বিশ্বজিৎ। এই জল্পনাকে উদ্ধে দিয়ে তিনি বলেন, বাংলা বিরোধীদের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হবে এই বাংলা অধিকার যাত্রা। সেখানেই মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে তৃণমূল কি কি করেছে।

‘বাংলা’ অধিকার যাত্রা’ ঘাসফুলের নবুন স্ট্রাটজি। এই পথে হেঁটেই বনগাঁর তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস জনসমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করবেন। কি নতুনত্ব এর ছোঁয়া আনবেন তিনি তাঁর এই প্রচারে সেই দিকেই তাকিয়ে বনগাঁ তথা গোটা রাজ্য। বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী শান্তনু কি আদেও ভোটযুদ্ধে জন্ব করতে পারবেন বিশ্বজিৎকে ? এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ২০১৯-এ লোকসভা ভোটে বনগাঁয় তৃণমূলকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন শান্তনু। গতবার সিএএ কার্যকর এবং নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় মতুয়া-উড্ডাস্থ সমাজের বেশিরভাগ মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর কেটে গেছে ৫ বছর। সম্প্রতি কেন্দ্র লাগু করেছে সিএএ। ফলে এতদিন পুরোনো কষ্টই ভোগ করতে হয়েছিল মতুয়াদের। তাই মতুয়াদের একাংশ শান্তনু তথা বিজেপির উপর ক্ষুব্ধ। তৃণমূলের মতে, এইসব বিষয় শান্তনুর ভোগান্তি কারণ হতে পারে আর এই সুযোগেই বন্ধা মারতে পারেন তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে করণীয় জানতে চেয়ে চিঠি মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ মার্চ– পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প ‘ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান’ রূপায়ণ সংক্রান্ত বিষয়ে সাম্প্রতিক মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষনামত অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দ করে আগামী বছর পূর্বে শীলাবতী নদীর নিম্নাংশে খনন কাজ শুরুর দাবিতে শুক্রবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি ঘাটালের অন্নপূর্ণা আর্কেডে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি ডাঃ বিকাশ চন্দ্র হাজরা, কার্যকরী সভাপতি সত্যসাধন চক্রবর্তী, সহঃ সভাপতি বিকাশ ধাড়া, যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবশীঘ মাইতি, অফিস সম্পাদক কনাই লাল পাখিরা প্রমুখ। সম্মেলনে নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, আসন্ন অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল সহ মাস্টার প্ল্যান এলাকার বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের উদ্দেশে মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ও আগামীদিনে করণীয় সম্পর্কে জানতে চেয়ে একটি চিঠি আজ প্রকাশ করা হয়। এবং তা যে সমস্ত প্রার্থীদের নাম ইতিমধ্যে যোগা

হয়েছে, তাদের ইমেলে আজই পাঠানো হয়। নারায়ণবাবু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বহু প্রতীক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ না করার পরিস্থেকিতে রাজ্য সরকারই তিন/চার বছরে মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ করবে, রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষনাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে নবাবে সেচ ও জলপথ দপ্তরের প্রধান সচিব, জলসম্পদভানো সৈচসচিব, মেদিনীপুরে চিফ-সুপারিনটেন্ডিং-একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে দেখা করলাম। তাদের কারুর কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন সরকারী নির্দেশিকার বিষয় জানা গেল না। ইতিমধ্যে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা উক্ত বিষয়ে আমাদের দুটি জিজ্ঞাস্য– ১) মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের ক্ষেত্রে আপনার দল ও আপনি এ পশ্চত কী ভূমিকা নিয়েছেন? ২) আপনি নির্বাচিত হলে বা না হলেপ এ বিষয়ে কী ভূমিকা নেবেন? সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ওই চিঠির মাধ্যমে জানতে চেয়েছি।



কেপিসি মেডিকেল কলেজের ১৭তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডক্টর কে. পি. চৌধুরীর জন্মদিন ছিল ৯ মার্চ। এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল বাসুরি-গীত গোবিন্দম থেকে গৃহীত একটি নৃত্যনাট্য।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগে তৎপর অ্যাটর্নি জেনারেল

নিজস্ব প্রতিনিধি– এবার রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগের সমাধান সূত্র ঝুজতে সক্রিয় হলেন দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল। রাজ্যপাল স্নিভি আনন্দ বোরের সঙ্গে বৈঠক করলেন অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেক্তরমণি। রাজ্যপালের পাশে বসে অ্যাটর্নি জেনারেল আর সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি ও অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যদের পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অরুণগ্রাণ্ড বিচারপতি শুভ কমল মুখোপাধ্যায়। তিনি সরাসরি অ্যাটর্নি জেনারেলকে অভিযোগ করেন, “আমরা অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসাবে কাজ করতে পারছি না। যা পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে, নানাভাবে চাপ তৈরি হচ্ছে। যে মামলাগুলি বুকে রপিয়েছে জটিলতা তৈরি হচ্ছে।” প্রায় একই অভিযোগ করেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও সরাসরি অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে অভিযোগ করেন, “আমাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই হুমকির মধ্যে থেকে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। যে কারণে কাজ করা হচ্ছে না। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল

পড়েছে।” এই গোটা বিষয়টি অ্যাটর্নি জেনারেলকে সমাধান করার আবেদন জানান তাঁরা। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দাবি, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ‘ক্লোজড ডাউন’। যেনো দার্জিলিং বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি পাচ্ছে না। পাস করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। উপাচার্য সরাসরি অভিযোগ করেন, “কিছু ছাত্রা আমাদের ভদ্র দেখাচ্ছে। উপাচার্যের বাড়িতেও হামলা করছে। এটা কি সঠিক অবস্থা? আপনি কী মনে করেন?” গোটা বিষয়টি শোনেন অ্যাটর্নি জেনারেল। তিনি এই বিষয়ে সঠিকভাবে কোনও উত্তর না দিলেও শু্ধ বলেন, “আপনাদের আবেগ তাড়িত হলে চলবে না। আমিও নিজের জায়গা থেকে আবেগতাড়িত হলে পারি না। এই সমস্যাটা সবাইকে বসে আলোচনা করে সমাধান করতে হবে।” উল্লেখ্য রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনওটিতে স্থায়ী উপাচার্য নেই। যার জেরে রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। কিন্তু অস্থায়ী উপাচার্যদেরই নানারকম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। উপাচার্য নিয়োগ জট এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছন যে রাজভবনের সঙ্গে নবাবের বিবাহ বারংবার প্রকাশে চলে আসে। এবার সক্রিয় হতে দেখা গেল দেশের অ্যাটর্নি জেনারেলকে।

গাড়ির গতি কমানোর দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর মারোমধ্যেই দূর্যটনা ঘটছে। এলাকায় গাড়ির গতি কমানোর দাবিতে শুক্রবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় মেদিনীপুর শহরের মহাতাবপুত্র এলাকার বাসিন্দারা। যার ফলে ওই রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন চাচাল বন্ধ হয়ে যায়। ওই এলাকার বাসিন্দাদের দাবি গাড়ির গতিবেগ হ্রোরে থাকায় মারোমধ্যেই দূর্যটনা ঘটে। স্থানীয় প্রশাসন কে বিষয়টি জানানো হয়েছে। জনবহুল এলাকা, তাই এই এলাকা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির গতি কমানোর দাবি জানিয়ে

শুক্রবার পথ অবরোধ করা হয়। পথ অবরোধে ওই এলাকার বাসিন্দারা সামিল হয়েছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোতোয়ালী থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ ওই এলাকার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে তাদের দাবি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দেন। পুলিশের আদেশ পেয়ে ওই এলাকার বাসিন্দারা পথ অবরোধ তুলে নেয়। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি যদি তাদের দাবি মেনে গাড়ির গতি কমানো না হয় তাহলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।



শুক্রবার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকার সহ সব বিধায়ক ০৩ জেলার শাখা সংগঠগুলির প্রধানদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস।

পালিত হল বিশ্ব উপভোক্তা দিবস, ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি – বিশ্ব উপভোক্তা দিবস পালন করা হল আজ কলকাতায়। ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস কলকাতার পূর্বাঞ্চলের কাঙ্লায়ে এই বিশ্ব উপভোক্তা দিবস উপলক্ষ্যে ‘মানক মনোহোসব’ পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা কার্যালয়ের অধিকর্তা এবং প্রধান অনিন্দ্য চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল তথা উপ-অধিকর্তা দিব্যেন্দু চক্রবর্তী। বিশ্ব উপভোক্তা দিবসের আনুষ্ঠানিক সূচনায় এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্যবোর কথা তুলে ধরেন তিনি। হলমাকের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্ব উপভোক্তা দিবসের লক্ষ্য বাজারে ভোক্তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বাজারজাত বিভিন্ন জিনিসের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিআইএস-এর সূচক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই দিনটির বিশেষ গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস-এর কর্তাব্যক্তিরা। শুক্রবার তারা জানান, হাওয়াই চটি,পানীয় জলের বোতল আইএসআই চিহ্নিতকরণ হচ্ছে। বিভিন্ন স্থল, কলেক্জে গিয়েও প্রচার চালানো হচ্ছে। স্বাক্ষর হয়েছে মউ। মোট ৬০৯ টি জিনিসকে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এককথায় জিনিসের মান নির্ধারণে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীমহলকেও জনস্বার্থে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

সবং রুকে তিনটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও একটি রাস্তা উদ্বোধনে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং রুকের ৫ নম্বর শারতা, ২ নম্বর নগরগাঁ, ৮ নম্বর কসবা এলাকার তিনটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই তিনটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করতে প্রায় এক কোটি টাকা খরচা হয়েছে। সেই সঙ্গে দু'নম্বর নগরগাঁ অঞ্চলে একটি পাঁচ কোটি টাকার পাঁচ কিলোমিটার পিচ রাস্তা কাশি গড়িয়া ডাঙ্গা থেকে বালিঘাই ভাইয়া অমর বার) তৈরি হয়েছে। যার শুক্রবার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই প্রকল্পগুলির শুক্রবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভুঁইয়া, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক সৌম্য সঙ্কর সারের্দী, প্রাক্তন বিধায়ক গীতা ভুঁইয়া, জেলা পরিষদ এর জনস্বাস্থ্য কমধিক্ষ ও রক সভাপতি শেখ আবু কালাম বজ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোসুন্নী দাস দত্ত, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বিকাশ ভুঁইয়া, কমধিক্ষ তরুণ মিশ্র, বিধায়ক প্রতিনিধি বাদল বেরা সহ আরো অনেকে। ওই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করার পর রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভুঁইয়া বলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবং এর উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করেছেন তিনটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু হওয়ায় ওই এলাকার মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। তার জন্য তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ধন্যবাদ জানান। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে পিচ রাস্তাটি তৈরি হয়েছে, সেই রাস্তাটি তৈরি হওয়ার ফলে ওই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নতি হবে। এছাড়াও তিনি বলেন আমি সবং এর মানুষের পাশে রয়েছি আগামী দিনে থাকবো। সবং এর উন্নয়ন এর কাজ আগামী দিনে আরো হবে।

বিজেপিতে ফিরলেন অর্জুন গেলেন দিব্যেন্দু অধিকারীও

নিজস্ব প্রতিনিধি– বিজেপিতে ফিরলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, পাশাপাশি বিজেপিতে যোগ দিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। শুক্রবার দিল্লিতে এই যোগদান পর্ব হয় দ্বুম্যন্ত গৌতম, অমিত মালব্যের উপস্থিতিতে। অর্জুন সিং প্রসঙ্গে অমিত মালব্য বলেন, মাঝে কিছু কারণে পার্টির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতে পারেননি। এখন আবার পার্টির মুখ্য ধারায় যুক্ত হতে চান। অন্যদিকে বিজেপিতে যোগ দিয়ে দিব্যেন্দু অধিকারী বলেন, “আজ আমার জন্য খুব শুভ দিন। আমি আজ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হলাম।” দিব্যেন্দু বলেন, “উনি (শুভেন্দু অধিকারী) বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে লড়ে যাচ্ছেন। আমাদের লক্ষ্য নিয়ে অমিত মালব্য বলেছেন। আমরা বাংলা বাঙালি মা দুর্গা, মা কালীর পূজো করি। সন্দেহখালিতে যা হয়েছে মহিলাদের প্রতি এর নিন্দার কোনও ভাব্য নেই। সারা দেশের ইম্মু এখন সন্দেহখালি। বিজেপির কর্মী হিসাবে মাঠে নেমে বিজেপিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য।”

অর্জুন সিং বলেন, “২০২১ সালে যেভাবে ভোট পরবর্তী আশ্রতি বাংলায় হয়েছে, যেভাবে খুন রাহাজানি হয়েছে সেখানে সবথেকে বেশি আমার এলাকার লোকজন অত্যাচারিত হন। বিজেপি কর্মীদের বাচাতে অল্প সময়ের জন্য আমাকে দল থেকে দূরত্ব রাখতে হয়েছিল। খুব কষ্ট করে তাদের রক্ষা করতে হয়েছে। তবে বাংলায় তৃণমূলের সরকারের এসব নিয়ে কিছু আসে



যায় না। ক্ষমতায় থাকতে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে অত্যাচার করতে জানে ওরা। সন্দেহখালি তার প্রমাণ। প্রতি বিধানসভায় এরকম সন্দেহখালি আছে। প্রতিবাদ করতে পারবেন না কেউ। এমন অত্যাচারি বিশ্বে কোথাও হয় না।” অর্জুনের দাবি, সন্দেহখালির ঘটনার পর তিনি বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বলেন, এভাবে চূপ করে তিনি বসে থাকতে পারছেন না তাই আবারও বিজেপিতে যুক্ত হতে চান। অর্জুন বলেন, “প্রধানমন্ত্রী বাংলাকে বাচাতে চান সবরকমভাবে। চেষ্টাও করছেন। তাঁর হাত ধরেই বাংলা উদ্ধার হবে আগামিদিনে।” অর্জুনের মুখে এদিন শোনা যায় সিএএ-র প্রশংসাও। বলেন, এই আইন কার্যকর হওয়ায় মতুয়া, নমঃহুদ্র ভাইদের একটা স্বীকৃতি হল যে ওনারা শরণার্থী নন। অঞ্চ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, “এসব বিষয়কে সামনে রেখেই আমার মনে হয়েছে আবারও বিজেপিতে প্রক্রিয় হই।”

‘তফশিলি সংলাপ’ কার্যাবলীর বাস্তবায়ন, সিএএ নিয়ে ভুল ভাঙাতে জেলায় তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি– চব্বিশের নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের টার্গেট তফশিলি ভোটে। বাংলার মতুয়া এবং উড্ডাস্থ ভোটদায়ককে নিজের আয়ত্তে আনতে নানা ফন্দি আটছে বিজেপি। তাদের টার্গেটকে টক্কর দিতে ময়দান প্রদর্শন করেছে ঘাসফুল। অভিযেকের একান্তিক পরেষ্টায় ১৫ই মার্চ অর্থাৎ শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ‘তফশিলি সংলাপ’ কার্যাবলী। রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের প্রায় দেড়শোটি বিশেষ বারবাহী প্রচার গাড়িতে ঘুরে ঘুরে তফশিলি এলাকা পরিদর্শন করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব এবং কর্মীরা।

গত মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চে বিশেষ বৈঠক করে এই কার্যাবলীর কথা ঘোষণা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার তফশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষের কাছে পৌঁছে সিএএ নিয়ে ভুল ভাঙানো হবে, কর্মসূচি হিসেবে এমনটাই নির্ধারিত হয়েছিল। শুক্রবার সেই মতো কাজে নেমে পড়েন তৃণমূল কর্মীরা। প্রায় ছয় হাজারেরও বেশি তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা রাজ্য জুড়ে তফশিলি এলাকা পরিদর্শনে বেরোন। কেন্দ্রের সিএএ যে আসলে ‘ভাওতাবাজি’ তা তুলে ধরেন পাশাপাশি একটি বিশেষ বই বিতরণ করা হয়।

একটু ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, সিএএ অর্থাৎ নাগরিকত্ব দেওয়ার নাম করে ২০১৯ এর লোকসভা

নির্বাচনে তফশিলি সমর্থন হাসিল করেছিল পদ্মশিবির। তারপর কেটে গেছে প্রায় ৫ বছর। কিন্তু কই গোলো নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি? গত লোকসভা নির্বাচনের পর প্রায় ধামাচাপা পড়ে গেছিলো সিএএ – এনআরসি। ফলে তফশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বিজেপির প্রতি। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার গোটা দেশ জুড়ে লাগু করেছে সিএএ। এটি আদতে বিজেপির ভোট লড়াইয়ে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা মাত্র। তফশিলি সম্প্রদায়ের এই রাগ, অভিমানকেই হাতিয়ার করতে চলেছে ঘাসফুল। তাই অভিষেক স্ট্রাটেজিতে এসেছে ‘তফশিলি সংলাপ’। তৃণমূলের সামনে সিএএ যে সবচেয়ে বড়ো পথের কাঁটা তা আকার ইঙ্গিতে প্রমান মিলছে। তবে তৃণমূল যুবরাজ চব্বিশের শুরু থেকেই একের পর এক চমক দিয়ে বাজিমাত করেছেন। তারই উদাহরণ ‘তফশিলি সংলাপ’।

তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক তৈরী করেছেন এক বিশেষ ১৫ সদস্যের দল যার মধ্যে রয়েছেন তফশিলি জাতি থেকে ১০ জন এবং তফশিলি উপজাতি থেকে ৫ জন। এই দলের হাতে অর্পিত হয়েছে বিশেষ দায়িত্ব। বিজেপি যে রাজনৈতিক চাল চলেছে, তার পাশ্চা চাল দিতেও প্রস্তুত হয়েছেন তৃণমূল যুবরাজ। আগামী নির্বাচনে কত শতাংশ তফশিলি ভোট অর্জন করে কোন রাজনৈতিক দল, তার দিকেই তাকিয়ে গোটা বাংলা।

ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কালিপদ সরেনের সমর্থনে প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ মার্চ– শালবনি রুক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শুক্রবার ঝাড়গ্রাম এস টি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শালবনি রকের পাটটি অঞ্চলের বৃথন্তর পর্যন্ত কর্মী এবং নেতৃত্বদের নিয়ে ঝাড়গ্রাম এস টি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কালিপদ সরেনের সমর্থনে নির্বাচনী প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয় শালবনিতে। ওই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম এস টি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পদ্মন্ত্রী ও বঙ্গবিত্তরণ কালিপদ (খেরওয়াল) সরেন, শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, রুক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জ্যোতিপ প্রসাদ মাহাতো, রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সিংহ, সহ সমস্ত অঞ্চলের সভাপতি, প্রধান, রকের নেতৃত্ব বর্গ, বৃথ সভাপতিগণ, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও সদস্যগণ প্রমুখ। ঝাড়গ্রাম এসটি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কালিপদ সরেনকে ওই প্রস্তুতি

সভায় ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান উপস্থিত নেতৃত্বদূ। সেই সঙ্গে তিনি দলীয় কর্মীদের সাথে সৌজন্য বিনিময় করেন। তিনি বলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ঝাড়গ্রাম এসটি লোকসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থী করেছে। আমি দলের একজন কর্মী হিসেবে আগামী দিনে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। আপনারা লোকসভা নির্বাচনে আমাকে ভোট দিয়ে আশীর্বাদ করবেন। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সিংহ বলেন শালবনি রকের প্রতিটি অঞ্চল থেকে কালিপদ সরেন যাতে বেশি ভোটে নির্বাচিত হতে পারে, তার জন্য দলীয় কর্মী সমর্থকরা এখন থেকে দেওয়াল লিখন এর পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করেছে। রাজ্য সরকারের সাফল্য তুলে ধরে দলীয় কর্মীরা প্রচার শুরু করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যারা বাংলাকে বঞ্চনা করছে, বাংলা উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে তাদেরকে উৎখাত করার জন্য দলীয় কর্মীরা এক হয়ে কাজ শুরু করেছে।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ, বিজেপির মুখ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাঙ্গার বিরুদ্ধে মামলা

বেঙ্গালুরু, ১৫ মার্চ— তিনি বর্তমানে কর্ণাটকের বিজেপির মুখ। তিনি কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাঙ্গা। সেই বর্ষায়ান নেতার বিরুদ্ধে এবার উঠল নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ। কর্ণাটকে আপাতত বিজেপিকে কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে ফেলে দিল এই ঘটনা। বর্ষায়ান বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাঙ্গার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলল এক নাবালিকার মা। অভিযোগের পর ৮৫ বছরের ইয়েদুরাঙ্গার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের করেছে কর্ণাটক পুলিশ।

অভিযোগ, গত ২ ফেব্রুয়ারি এক নাবালিকা এবং তার মা একটি প্রতারণার মামলায় সহায়তা চাইতে ইয়েদুরাঙ্গার কাছে গিয়েছিলেন। সেই সময়, বিএস ইয়েদুরাঙ্গা তাদের সঙ্গে ৯ মিনিট কথা বলেন। তারপর, মেয়েটিকে অন্য এক ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন ইয়েদুরাঙ্গা। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ৫ মিনিট পর তারা বেরিয়ে আসে। মেয়েটির মায়ের অভিযোগ, বন্ধ ঘরের সুযোগ নিয়ে তার মেয়ের গোপনাস্থ স্পর্শ করেছিলেন ইয়েদুরাঙ্গা। ১৭ বছরের ওই নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ইয়েদুরাঙ্গার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে বেঙ্গালুরু সদাশিননগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ওই নাবালিকার অভিযোগ খতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সদাশিননগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই গুরুতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইয়েদুরাঙ্গা। তিনি বলেনছেন, ‘মা ও তাঁর মেয়ে এখানে বেশ কয়েকবার এসেছেন। আমরা তাদের কাছে আসতে দিইনি। প্রায় দেড় মাস আগে, আমি দেখেছিলাম মেয়েটি করছে। সেই সময় আমি তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং সেই বিষয়ে কথা

উত্তরপ্রদেশের জেলে বসেই ‘স্বর্গসুখ’, ইনস্টা লাইভ খুনের আসামির

লখনউ, ১৫ মার্চ— খুনের অভিযোগে জেলবন্দি আসামী ইনস্টা লাইভ করছেন। বরহেন, জেলজীবনীটা আসলে স্বর্গের মতো সুন্দর। আর এই লাইভ দেখার পরই রোখ চড়কগাছ সাধারণ থেকে আমলাদের।

বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে বেরেলি সেন্ট্রাল জেলের একটি ভিডিও। আসিফ নামে এক খুনের অভিযুক্তকে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে। তিনি বরহেন, ‘আমি তো এখন স্বর্গে আছি। দারুণ মজা হচ্ছে। আর কয়েকদিন পরেই তো এখান থেকে বেরিয়ে যাব।’ দু মিনিটের লাইভে এসে আরও কথা বলেন আসিফ। চৌদ্দনিয়াম নিমেষে হাইদ্রাবাদ হলে যায় তাঁর লাইভের ভিডিও। তার পরই জেল অধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৬ ডিসেম্বর এক সরকারি টিকাদার রাকেশ যাদবকে গুলি করে খুন করা হয়। দিল্লির এই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসাবে উঠে আসে দুজনের নাম। আসিফ ছাড়াও নাম ভদ্রায় রাহুল চৌধুরী। দুজনকেই বেরেলির জেলে রাখা হয়। সেখান থেকেই ইনস্টাগ্রাম লাইভ করছেন আসিফ। গোটা ঘটনার পরে উত্তরপ্রদেশের কারা বিভাগের ডিআইজি কুন্তল কিশোর জানান, ‘‘আমি ভিডিওটা দেখেছি। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’’

ফের ইজরায়েলের হানায় গাজার ত্রাণ শিবিরে মৃত অন্তত ২৯, আহত শতাধিক

গাজা, ১৫ মার্চ— ত্রাণ নিতে গিয়ে প্রাণ দিতে হল গাজার ২৯ নিরীহ মানুষকে। অভিযোগের তীর ইজরায়েলের দিকে। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অভিযোগ, ইজরায়েলি সেনার আক্রমণে দুটি ত্রাণ শিবিরে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৯ জন প্যালেস্তিনীয়। আহত শতাধিক। তবে, এই প্রথম নয়, এর আগেও গাজার ত্রাণ শিবিরে হানা হেনেছে ইজরায়েলি সেনা। গত মাসেই ইজরায়েলি সৈন্যের অলোপাখাি গুলিতে ত্রাণ বিলি কেন্দ্রে মৃত্যু হয়েছিল কমপক্ষে ১০৪ জনের। গোটা ঘটনাকে ‘হত্যাকাণ্ড’ বলে তীর নিন্দা করেছিল প্যালেস্টাইন।

রয়টার্স সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার প্রথম ঘটনাটি ঘটে মধ্য গাজার আল-নাসেইরাত ক্যাম্পে। সেখানে ত্রাণ বিলির কাজ চলছিল। খাবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বহু মানুষ। প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অভিযোগ, সেসময় ক্যাম্পে আঘাত হানে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। এই হামলায় মৃত্যু হয় ৮ জনের। এদিন দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে উত্তর গাজার। ত্রাণ বোঝাই ট্রাকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন শয়ে শয়ে মানুষ। এখানেও অভিযোগ, অপেক্ষাকরত মানুষদের উপর অলোপাখাডি গুলি চালায় ইজরায়েলি সৈন্য।



অভিযোগ নস্যাৎ করে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ‘কোনও ত্রাণ শিবিরেই হামলা চালায়নি ইজরায়েলের সেনাবাহিনী। এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা।’

রাষ্ট্রপতির দরবারে সন্দেশখালির ‘নির্যাতিতা’রা, অভিযোগ শুনে দুঃখপ্রকাশ দ্রৌপদী মূর্মুর

দিল্লি, ১৫ মার্চ— আসম নির্বাচনে এবার গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে সন্দেশখালি। সেই সন্দেশখালি এবার রাষ্ট্রপতির দরবারে। শুক্রবার সন্দেশখালির ‘নির্যাতিতা’রা তাদের অভিযোগ নিয়ে দরবার করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মুর কাছে। রাইসিনা হিলসে এদিন হাজির হন সন্দেশখালির ১১ জন বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা এবং বাকিরা পুরুষ। রাষ্ট্রপতি কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। সন্দেশখালির ‘নির্যাতিতা’-দের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনে দুঃখপ্রকাশ করেন মূর্মু। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নির্যাতিতাদের সাক্ষাৎ, যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন সকলে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গ সফরের সময় বারাসতের সভা শেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন সন্দেশখালির বেশ কয়েকজন মহিলা। নারী দিবসের আগে মমতার সভামঞ্চেও দেখা গিয়েছে সন্দেশখালির মহিলাকে। এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে সন্দেশখালির বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা যায় সেন্টার ফর এসসি/এসটি সাপোর্ট অ্যান্ড রিসোর্সের ডিরেক্টর ডঃ

শরণার্থী বিক্ষোভ কেজরির বাড়িতে, ‘পাকিস্তানি’ কটাক্ষ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

দিল্লি, ১৫ মার্চ— নতুন বিভূষনায় আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সিএএ বিরোধী মন্তব্যের জেরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন পাকিস্তানি, আফগানিস্তানি, বাংলাদেশি থেকে ভারতে আসা হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি অবিলম্বে ‘ক্ষমা’ চান কেজরি। অন্যদিকে, ক্ষমা চাওয়া তো দূর বিক্ষোভকারীদের পালটা দিতে গিয়ে কেজরিওয়ালের কটাক্ষ ওরা ‘পাকিস্তানি’।

গত সোমবার দেশজুড়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই সরব হন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। প্রশ্ন তোলান, কেন প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা বাকিরের স্বার্থরক্ষায় এত তৎপর হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকার? কেজরির অভিযোগ, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করছে বিজেপি। এর ফলে পাকিস্তানি, আফগানিস্তানি, বাংলাদেশি থেকে শরণার্থীর স্রোত আসা শুরু হবে। তার পরিণতিতে ভারতীয় নাগরিকদের বাসস্থান এবং জীবিকার সংকট দেখা দেবে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন



গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এক্স হ্যাঙ্গেলে লেখেন, ‘এই পাকিস্তানিরা বৈআইনিভাবে আমাদের দেশে ঢুকেছে, দেশের আইন ভেঙেছে। এঁদের জেলে থাকা উচিত। কিন্তু এঁদের এত সাহস যে আমার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে এবং হটগেল করছে। দিল্লি পুলিশ তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ও সুরক্ষা দিয়েছে। বিজেপি মদত জুগিয়েছে। তারা এতটাই সাহস পেয়েছে যে

সন্দেশখালির ঘটনাটির সূত্রপাত গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জপাড়ায় শেখ



শাহজাহানের বাড়িতে ইডির হানার মাধ্যমে। ইডি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যেতেই তাদের দিকে ধেয়ে আসে শাহজাহানের অনুগামীরা। আধিকারিকদের মারধর থেকে শুরু করে কেড়ে নেওয়া হয় তাদের সঙ্গে থাকা ল্যাপটপ, সরকারি জিনিষত্র- কাগজপত্রও। হামলায় জখম হন তিন আধিকারিক। ভাঙচুর করা হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার

দশম শ্রেণির পরীক্ষার শংসাপত্রে এবার নম্বরের বদলে গ্রেডিং, সিদ্ধান্ত মণিপুর সরকারের

ইম্ফল, ১৫ মার্চ— হিসাববিশ্বস্ত মণিপুরের বিজেপি সরকারের বড় সিদ্ধান্ত, এবার থেকে আর কোনও নম্বর পাবে না দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। নম্বরের বদলে পরীক্ষার শংসাপত্রে দেওয়া হবে গ্রেডিং। নম্বরের সঙ্গে পড়ুয়ারা কোন বিভাগে পাশ করেছেন, তার কোনও উল্লেখও থাকবে না, শুধুমাত্র একটি গ্রেড দিয়ে তাদের যোগ্যতা চিহ্নিত করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহের সরকারের শিক্ষা দফতরের

যুগ্মসচিব এলংবাম সনিয়া বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, ‘এ বছর থেকেই আমরা গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করতে গিয়েছি। তাই বিশাল মানুষের ভিড় দেখে ভয় পোয়েছিলেন সেনাকর্মীরা। আশ্বরক্ষা করতেই বাধা হয়ে গুলি চালিয়েছে ইজরায়েলি সৈন্য। যদিও প্রাথমিকভাবে ইজরায়েলের দাবি ছিল, ভিড়ের মধ্যে হত্যাঘড়ি করে ত্রাণ নিতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়েছিলেন গাজার আমজনতা।

বলে রাখা ভালো, পাঁচ মাস পেরিয়ে জারি রয়েছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ। হামাস নিধনে ইজরায়েলি সেনার অভিযানে গোটা গাজার কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্যব্যবস্থা। একমুঠো খাবার ও জলের জন্য এখন চারদিকে শুধুই হাহাকার। বিভিন্ন দেশের পাঠানো এই ত্রাণের ভরসাতেই এখন গাজার মানুষদের দিন কাটছে। এখন আকাশপথেও ত্রাণ পাঠাচ্ছে জর্ডান ও ফ্রান্স, আমেরিকার মতো দেশ। জলপথেও মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

জানিয়ে বলেন, ‘এ বছর থেকেই আমরা গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করতে গিয়েছি। তাই বিশাল মানুষের ভিড় দেখে ভয় পোয়েছিলেন সেনাকর্মীরা। আশ্বরক্ষা করতেই বাধা হয়ে গুলি চালিয়েছে ইজরায়েলি সৈন্য। যদিও প্রাথমিকভাবে ইজরায়েলের দাবি ছিল, ভিড়ের মধ্যে হত্যাঘড়ি করে ত্রাণ নিতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়েছিলেন গাজার আমজনতা।

এলংবাম জানিয়েছেন, নতুন গ্রেডিং পদ্ধতিতে কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের নম্বর, মোট নম্বর থাকবে না শংসাপত্রে। ‘প্রথম’ বা ‘দ্বিতীয়’ বিভাগের উল্লেখ থাকবে না। শুধু মাত্র পড়ুয়া ‘পাশ’ না কি ‘ফেল’ তার উল্লেখ থাকবে। তিনি বলেন, ‘৯১ থেকে ১০০ নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীদের এ-১ এবং ৮১ থেকে ৯০ নম্বর পাওয়াদের জন্য এ-২ গ্রেড করা হবে। ২১ থেকে ৩০ নম্বরের জন্য ই-১ দেওয়া হবে এবং তার কম নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের ই-২ গ্রেডের সঙ্গে ‘ফেল’ বলে চিহ্নিত করা হবে শংসাপত্রে।’

শব্দমঞ্জুরী ছক— ৯

১			৩	৪	৫
৬			৭		
৮	৯				
			১০	১১	
১২			১৩		
				১৪	১৫
১৬	১৭			১৮	১৯
২০			২১		

সূত্র:	১৭) সমান, ১৯) পণ্যদ্রব্য।
পাশাপাশি:	— অজিতকৃষ্ণ দে
১) বায়ু দেবতা, ৪) সম্মতি, ৬) আমনিয়ন্ত্রণ, ৭) বেছলার স্বামী, ৮) মানব, ১০) শিব, ১২) রাবণ, ১৪) শব্দ, ১৬) বাত রোগ, ১৮) লক্ষ্মী দেবী, ২০) সহসা থামা, ২১) যে মনের ভাব পরিবর্তন করে।	উত্তর—৮ পাশাপাশি: ২) রূমাপদ চৌধুরী, ৪) যত, ৫) বাঘ মামা, ৭) দিবস, ৮) দারক, ১০) নকল, ১২) হর, ১৩) লকসেট, ১৪) আতা, ১৫) বলরাম মন্দির।
উপর নীচ: ১) সন্মিলিত শ্রেণি বিভাগ, ২) বনি, ৩) শক্তিশালী, ৪) খারাপ, ৫) দ্রুতগতি, ৯) রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাস্টারের একটি চরিত্র, ১১) স্বামীর ভাই, ১২) শ্রীরামচন্দ্রের পিতা, ১৩) নবীন, ১৫) বরদাভা,	উপর নীচ: ১) রজত, ২) পরিবার, ৩) ধুমুসার, ৪) যবন, ৬) মাদার, ৭) বালক, ৯) কবিতা, ১১) কলকল, ১২) হটগেল, ১৪) আতর।
শব্দমঞ্জুরীর দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার ইমেলে পাঠানো যাবে nisithsinha.royc@thestatesmangroup.com যোগাযোগ : ৯৮০৪৫ ১৫২১৭	

সিএএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের, ১৯ মার্চ শুনানি

দিল্লি, ১৫ মার্চ – সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ কার্যকর হতেই এই আইনের বিরোধিতা করে একের পর এক মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। নতুন আইনকে ‘অসাংবিধানিক’ বলে উল্লেখ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় ভারতীয় মুসলিম লিগ, ডিওয়াইএফআইয়ের মতো একাধিক সংগঠন। সেই সব মামলাগুলি গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এ বার সিএএ-র উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আগামী ১৯ মার্চ সেই মামলার শুনানি রয়েছে শীর্ষ আদালতে। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বৈধে আইনজীবী কপিল সিব্বল বিষয়টি তোলেন। এর পরই বিচারপতি জানান, মামলাটি পরের সপ্তাহে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর সিএএ পাশ করে মোদি সরকার। ওই আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশ থেকে যদি সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় উৎসাহের কারণে এ দেশে আশ্রয় চান, তা হলে তা দেবে ভারত। কিন্তু সিএএ-তে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। বিরোধীদের দাবি, সিএএ ‘অসাংবিধানিক’ এবং ‘বৈষম্যমূলক’। তাঁদের কথায়, কেন এই আশ্রয় শুধু ৬টি সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য বলা হয়? কেন মুসলিম সম্প্রদায়কে আওতার বাইরে রেখে আইন বানাল কেন্দ্র সরকার? বিরোধীদের কথায়, ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। সেখানে এ ধরনের আইন মানুষের মধ্যে ‘বৈষম্য’ সৃষ্টি করে শীর্ষ আদালতে দায়ের হয়েছে একাধিক মামলা। মামলা দায়ের করে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ ও ডিওয়াইএফআই। তাছাড়া সেই ২০১৯ সালে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাশ হওয়ার পর থেকেই একের পর এক মামলা দায়ের হয়েছে। সব মিলিয়ে ২০০-রও বেশি মামলা দায়ের হয়েছে। সব মামলাই শ্রুততে রাজি সুপ্রিম কোর্ট।

যদিও কেন্দ্রের দাবি, সিএএ-তে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে কোনও কারণ নেই। এই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য, কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। তাছাড়া সংসদে পাশ করানো আইন সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করতে পারে না বলেও দাবি কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রে।

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি জেবি পারদিওয়াল্লা এবং নোজ মিশ্রের বৈধে এই মামলার শুনানির আবেদন গ্রহণ করে। দেশের প্রধান বিচারপতি বলেন, আইনজীবী কপিল সিব্বলকে বলেন, ‘আমরা মঙ্গলবার এই মামলাটি শুনব। ১৯ টিরও বেশি মামলা রয়েছে সব মামলাগুলিই শোনা হবে।’

দুই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের উপর স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট

দিল্লি, ১৫ মার্চ – দেশের দুই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের উপর এখনই স্থগিতাদেশ দিতে রাজি নয় সুপ্রিম কোর্ট। কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়ে তারা কোনও আইনকে স্থগিত করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জীৱ খান্না, বিচারপতি লীপধর শব্দ এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মালিসের বৈধে আরও বলেছে, নয়া দুই নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ স্থগিত করতে লিখিত আবেদন করছে হবে। এই বিষয়ে, মৌখিক আবেদন আদালত গ্রহণ করবে না। সোমবার শীর্ষ আদালত জানায়, আগামী সপ্তাহে এই মামলার ফের শুনানি হবে। বৃহস্পতিবার, ১৪ মার্চ দুই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্তা, জ্ঞানেশ কুমার এবং সুখবীর সিং সান্দ্বকে দুই নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কমিটি। বৃহস্পতিবারেই নির্বাচন কমিশনের দুটি শূন্যপদে দুই আমলাকে নিয়োগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটি বৃহস্পতিবারই দেশের দুই নির্বাচন কমিশনারের নাম স্থির করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সুখবীর ১৯৯৮ ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক। অন্য দিকে, জ্ঞানেশ ১৯৮৯ সালের কেরল ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক। গত ৮ মার্চ আচ্যকাই নির্বাচন কমিশনার পদ থেকে ইস্তফা দেন অরুণ গোয়েলা। তাঁর

ইস্তফা দেওয়ার পরে কমিশনে নির্বাচন কমিশনারের দুটি পদই ফাঁকা হয়ে যায়। কারণ, ফেব্রুয়ারি মাসেই অন্য নির্বাচন কমিশনার পদ থেকে অবসর নিয়েছেন অনুপ পাণ্ডে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মার্চ মাসে একটি রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারকে তিন সদস্যের একটি কমিটি বেছে নেবে। কমিটিতে থাকবেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা, প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের প্রধান বিচারপতি। তবে একই সঙ্গে ওই রায়ে বলা হয়েছিল, নতুন আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত আগের আইন বলবৎ থাকবে। কিন্তু গত বছর অগস্ট মাসেই কেন্দ্র সরকার নির্বাচন কমিশনার বিল, ২০২৩’ বিল পাশ করে। সেই বিলে বলা হয়, তিন সদস্যের প্যানেলে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং প্রধানমন্ত্রী মনোনীত এক জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আগুতি তোলেন বিরোধীরা। তাঁদের কথায়, কমিশনার বাছাই করার কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে দেশের প্রধান বিচারপতিকে।

বিরোধীদের অভিযোগ, এর ফলে এই বাছাই কমিটিতে প্রথম থেকেই সরকার পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকছে। ফলে, কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

গুরুতর অসুস্থ অমিতাভ হাসপাতালে ভর্তি, পায়ে অস্ত্রোপচার

মুম্বাই, ১৫ মার্চ – গুরুতর অসুস্থতার কারণে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ভর্তি অমিতাভ বচ্চন। শুক্রবার সকালেই এই খবর পাওয়া যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অমিতাভের পায়ে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাস্টি করা হয়েছে। তবে বর্ষায়ান এই অভিনেতার ঠিক কী হয়েছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত খবর এখনও এসে পৌঁছায়নি। তবে অস্ত্রোপচারের পর অমিতাভ শুক্রবার নিজেই টুইট করেছেন। বিগ বি লিখেছেন, ‘প্যাপানদের ধনবাদ।’ অমিতাভের টুইট থেকেই বোঝা যাচ্ছে, অ্যাঞ্জিওগ্রাস্টি হওয়ার পর সুস্থই রয়েছেন তিনি।

অভিনেতার শারীরিক অসুস্থতা শুরু থেকেই গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু কেন তিনি এ কথা লিখেছেন তা নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে কৌতূহল দানা বাঁধে। যদিও এখনও পর্যন্ত বচ্চন পরিবারের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

সূত্রের খবর, পায়ে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাস্টি হয়েছে অমিতাভের। সাধারণত হৃদরোগের সমস্যায় অ্যাঞ্জিয়োগ্রাস্টি করা হয়। তবে



চিকিৎসকদের মতে, পায়ের শিরায় কোনও কারণে রক্ত জমাট বাঁধলেও অ্যাঞ্জিয়োগ্রাস্টি করা হতে পারে।

যদিও অমিতাভের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়েও এখনও পরিবারের তরফে কোনও তথ্য জানানো হয়নি। ঠিক কী কারণে অমিতাভের

হয় এবং তা করোনারি হার্টের জন্য নয়। পাশাপাশি সূত্রের খবর অনুযায়ী এনজিওপ্লাস্টি করা হয়েছিল তাঁর পায়ে চোটের জন্য, হার্টে তেমন কিছুই হয়নি।’ যদিও তিনি এখন কেমন আছেন, কতদিন তাঁকে ভর্তি রাখা হবে, তা স্পষ্ট নয়, পরিবারের তরফেও এখনও কিছু জানানো হয়নি।

৮১ বছর বয়সে এসেও বিলিউডে সক্রিয় ভাবে অভিনয় করে যাচ্ছেন অমিতাভ বচ্চন। একের পর এক ছবি তার বুলিতে। সত্য শেষ করছেন কোন বনেগা ক্রোধপতি রিয়ালিটি শোয়ের শুট। এই সেটে তিনি আর ফিরছেন না তা জানিয়েছিলেন। বয়সের কারণে নিজের কাজের ভার

কমিয়ে দিয়েছিলেন অমিতাভ। মাঝে মাঝেই তাঁর অসুস্থতার খবর সামনে আসছিল। গত বছর মার্চ মাসে হায়দরাবাদে ‘প্রজেক্ট কে’ ছবির শুটিং করতে গিয়েও গুরুতর আহত হন

অমিতাভ। অভিনেতার বৃকের পাজিরের হাড় ও ডান পাজিরের পেশি ছিড়ে যায়। এর পর চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েক মাস বিশ্রামে ছিলেন অভিনেতা। চলতি বছরের শুরুতেই অমিতাভের কন্ডিতেও অস্ত্রোপচার হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অমিতাভ নিজের র্লগে লিখেছিলেন, ‘‘বৃকে ব্যাভেজ করা হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন বিশ্রাম করতে। হাঁটতে গেলে বৃকে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে।’’

কপিল সিব্বলকে বলেন, ‘আমরা মঙ্গলবার এই মামলাটি শুনব। ১৯ টিরও বেশি মামলা রয়েছে সব মামলাগুলিই শোনা হবে।’

এর পরেও অভিনেতা কিন্তু শুটিংয়ে ফিরেছিলেন। শুক্রবার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সমাজমাধ্যমে তাঁর অনুরাগীরা অভিনেতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

সরফরাজ খানের জীবনই বদলে গেছে

[illegible]

TENDER

For Software & Air Conditioners

published at
<https://wbtdenders.gov.in/>
(Tender IDs
2024_DHE_686695_1 &
2024_DHE_686535_1)

Narasinha Dutt College

WBSRDA
PASCHIM MEDINIPUR DIVISION-I
ABRIDGED TENDER NOTICE
Quoted percentage rate tender are invited by Executive Engineer, WBSRDA, Paschim Medinipur Division-I, for Pathashree work under e-NIT No. N-22 of 23-24 and for Post 5 years maintenance under e-NIT No. N10 of 23-24 (2nd Call), N11 of 23-24 (2nd call), N15 of 23-24 (2nd Call), N17 of 23-24 (2nd call) & N18 of 23-24 (2nd Call) of PMGSY roads within different Blocks of Paschim Medinipur District under WBSRDA, Paschim Medinipur Division-I. For details visit <https://wbtdenders.gov.in>

EE, WBSRDA,
Paschim Medinipur Divn-I

OFFICE OF THE COUNCILLORS,
BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruiপুর,
South 24 Pgs, Kolkata - 700144

Tender: Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Supplier/Contractor for Construction of Black top road at ward no. 05 & 13 (2nos) Area
WBHAD/UB/BJM/NIT-24/05/2023-24(2nd call);Last date: 01.04.2024 up to 12 NOON
Quotation Notice: Supply of Medical Consumables for OPD & MCH at Bishalakhata UPHC-I under Baruiপুর Municipality, NIT No. N10/UB/BJM/2023-24 (2nd call), 20.03.2024, 12 PM.
Details information may be obtained during office hours.
Website: <https://wbtdenders.gov.in> s/

By Order
Executive Officer, B.M

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি

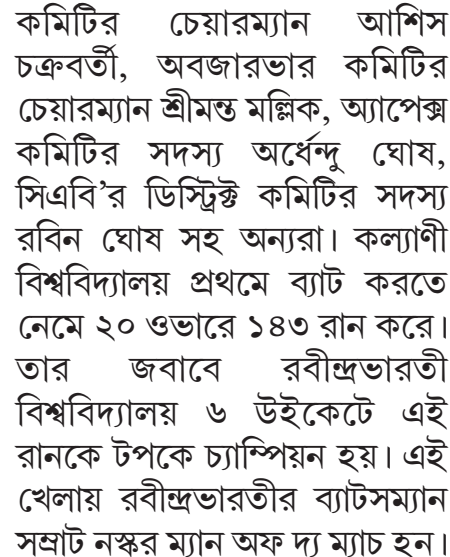
সৌদি আরবে উড়ে
গেলেন সুনীল ছেত্রীরা

প্রজ্ঞা তুলে জানানো বিমানে ত পারবে তীয় দলটি	সাধারণ বিমানে উড়ে গিয়েছে। ভারতীয় দলকে সারা ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানিয়েছিলেন, খেলোয়াড়দের স্বার্থে চারটি বিমানে খেলোয়াড়দের সৌদি আরবে পাঠানো হবে। কিন্তু তা করা সম্ভব	ফার্নান্দেজ সুরেশ সি সিং, দীপ ইমরান না বিক্রমপ্রত
--	--	---

কেকেআর-এর রিঙ্কুরা অনুশীলনে নেমে পড়লেন

তার কোনও মানে নেই। সেকথা
স্মরণ করিয়ে দিয়ে গভীর বলেন,
“আন্তর্জাতিক ফ্রিক্টেট” বা
পারফরম্যান্স করেছে স্টার্ক সেই
ঝলক এখানে দেখাতে পারলে
প্রতিটি দলের বিরুদ্ধে সফল চ্যালেঞ্জ
छুঁড়ে দিতে সক্ষম হবে নাইট
রাইডার্স।” কিন্তু স্পেশ আইয়ার কি
প্রথম থেকে খেলতে পারবেন।
নাকি খেললেও পরে নামবেন।
নাকি আদৌ খেলতে দেখা যাবে
না। যদিও নাইট রাইডার্স শিরি
থেকে জান্যানে হয়েছে রঞ্জি ট্রফি
শেষ হলেই তিনি দলের সঙ্গে যোগ
দেবেন। তবে শুরু করেকটা মাচা
তাকে না পড়ায় সম্ভাবনাই বেশি।
বৃহস্পতিবার অবশ্য মুম্বই রঞ্জি ট্রফি
চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রঞ্জি ট্রফি
নাচতে দেখা গিয়েছে। এখন দেখার
নাইট রাইডার্স আমানত কবে তাকে
দেখা যাবে। দাদাম বিমান নামের
নামার পর সাংবাদিকদের সামনে
গভরা রাখছে কেকেআরের মেন্টর
সেইতম গুপ্তার।

খড়গপুরে আন্তঃরাজ্য
বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট



বিরুদ্ধে। সাউথ সুবার্বান
অ্যাসোসিয়েশন ৩-১ গোমে আগত
সম্মিলনীকে পরাস্ত করে। প্রথম
ডিভিশন গ্রুপ 'এ' মহিলাদের
খেলায় ইস্টার্ন রেলের স্পোর্টস
অ্যাসোসিয়েশন জয় তুলে নেয়
পোলবা স্পোর্টস অ্যাকাডেমির
সঙ্গে লড়াই করে।

নিজস্ব প্রতিনিধি- পশ্চিমবঙ্গ চকবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আগামী ১৭ মার্চ ট্যাংরার ক্রিস্টোফার পার্কে জুনিয়র রাজ্য চকবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। আঞ্চলিক খেলা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব মেদিনীপুরে। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত হবে আরও একটি আঞ্চলিক খেলা।

প্রতি বছর বিশ্বকাপ করতে চায় ফিফা

সেইজন্য ফিফার লক্ষ্য ২০২৬ সাল
থেকে প্রতিবছর দু'নরফ-১৭ বিকশাক
করে। তৎপদের উঠে আসার
প্লাটফর্ম যে বিশাল তার দৃষ্টান্ত তুকে
ধরা হচ্ছে। যেমন আশ্রে ইনিয়েস্তা
রোনাউন্ডহো, দেলপিয়েরোর মতো
ফুটবলাররা এই বিকশাক থেকে
আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি পান
হোটে ৪৮টা দলকে নিয়ে এই বিকশাক
মানে। এখন দু-বছর অন্তর হবে
থাকে। ফিফার মতে, এই ফুটবল
প্রতিযোগিতার জন্য আলাদা করে
সংগঠনকদের পরিকাঠামো তৈরি কসে
প্রয়োজন নেই। যা থাকবে তা দিয়ে

এআইএফএফ আই লিগে টাকার বরাদ্দ কমাল

আয়োজনের ক্ষেত্রেও অনেক বরাদ্দ কমেছে। ৪.৫০ কোটি থেকে কমেই হয়েছে ১ কোটি। পুঙ্খ জানাই দলের বরাদ্দ (২১.৫০ কোটি) একই থাকছে। তবে পশ্চত শিরির এবং প্রতিযোগিতার থেকে ১.৩০ কোটি বরাদ্দ বেড়েছে। কিছু বলা হয়নি অর্ধ-২৩ কোটি। অর্ধ-২০ এবং অর্ধ-১৭ দলের বরাদ্দও কমেছে বয়সভিত্তিক দলগুলির বরাদ্দ কমেছে ২.২৫ কোটি। তবে জোর দেওয়া হয়েছে মহিলাদের ফুটবলে। ৫.২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ বেড়েছে এখনও অবশ্য বয়সভিত্তিক দলগুলির বরাদ্দ কমানো হবে।

[illegible]

		স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল) কলকাতা শাখা, 14, ইন্ডিয়া এনক্রোজেড প্রেস, দ্বিতীয়তলা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা - 700 001 ই-মেইল: samkolkata@indianbank.co.in ফোন নম্বর: (033) 2231 1471		স্বার্থ সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিপ্রয় বিজ্ঞপ্তি
<p align="center">পরিসিতি – IV-A [বিধি ৪(6) এবং 9(1)-এর শর্ত দেখুন]</p> <p>সিকিউরিটিগ্রেশনের আভ্যন্তরীণ মুদ্রণের অন্তর্গত অর্থ নিশ্চিন্দাশাল্য আয়েস্টার আভ্যন্তরীণ মুদ্রণের অন্তর্গত সিকিউরিটি গ্রাইটারেল, 2002 বিধি ৪(6) এবং 9(1)-এর শর্ত সহ পড়ুন-এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের সংক্রান্ত আইন-নিয়াম বিবরণ বিস্তারিত।</p> <p>বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষকরে স্বর্ণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুসংযুক্ত পাওনাগুলোর কাছে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চাপ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্ববর্তী এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)-এর, একত্রায়িত পার্থক্য কলকাতা শাখা (নিরাপত্তা পাওনার) এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া হয়েছে, 18.04.2024 তারিখে "বেসেল ডায়েরি" থেকে, "বেসেল ডায়েরি" নামে "বা কিছু আছে"-তে 5,60,01,543.00 (পাঁচ কোটি পাঁচ লাখ তের হাজার চল্লিশ টোকারিশ টাকা) 04.09.2020 তারিখ পর্যন্ত এবং 05.09.2020 তারিখ থেকে সুদ, রাজ্য, অন্যান্য চার্জ এবং খরচগুলি সহ দুসকালের জন্য ঋণিক করা হবে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্ববর্তী এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), একত্রায়িত লার্জ ফেলেকাতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনার), মোসার মা কালাী এম্প্লয়গ্রাইজ (স্বর্ণগ্রহীতা), স্বর্ণগ্রহীতার ঋণীতী অপর্তিত মাইতি, 118/A/1, দাসপাড়া রোড, লিলুয়া, হাওড়া - 711 203, এছাড়াও টিকানা: গ্রাম-গোলবাড়ি, চকপাড়া, ভট্টপল্লব, হাওড়া, পিন-711 203-এর থেকে কার্যালয়গত কর্ম পরিষ্কার করছে।</p> <p>ই-নিলাম: মাত্রের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:</p>				
ক্রম. নং.	ক) অ্যাকটাইড / স্বর্ণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	নিরাপদ থলদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সরঞ্জামত দুলা খ) ইনসিডি পরিমাণ গ) ধর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পদের আইডি ঙ) সম্পদের উপর দায়বদ্ধতা চ) দলেরের ধরন
১.	ক) ১. মোসার মা কালাী এম্প্লয়গ্রাইজ (স্বর্ণগ্রহীতা), স্বর্ণগ্রহীতার ঋণীতী অপর্তিত মাইতি 118/A/1, দাসপাড়া রোড, লিলুয়া, হাওড়া - 711 203, এছাড়াও টিকানা: গ্রাম-গোলবাড়ি, চকপাড়া, ভট্টপল্লব, হাওড়া, পিন-711 203 ২. ঋণীতী অপর্তিত মাইতি, (স্বর্ণগ্রহীতার ও জামিনদার) ব্যবী- বিপজিত মাইতি, 118/A/1, দাসপাড়া রোড, লিলুয়া, হাওড়া - 711 203 এছাড়াও টিকানা: গ্রাম-গোলবাড়ি, চকপাড়া, ভট্টপল্লব, হাওড়া - 711 203 জামিনদার (গণ) এবং বন্ধকদাতা (গণ): ১. ঋী দেবরত মাইতি, পিতা: আমর গোীরী শক্তর মাইতি, ২. ঋীতী ট্যা মাইতি, ব্যবী- ষী দেবরত মাইতি উত্তরের টিকানা: 106/2, দাসপাড়া রোড, পোস্ট-এম্প্লয়গ্রাইজ, হাওড়া - 711 2031 এছাড়াও টিকানা: 118/A/1, দাসপাড়া রোড, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-711 203 খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা	একটি স্বতন্ত্র দোকান ঘরের সমস্ত অবিচ্ছেদা অংশ যার পরিমাণ 552 বর্গফুট তৎসহ টায়লেট (সুপার বিল্ড-আপ এলাকা সহ) সঙ্গে নীচ তলার বিল্ডিংয়ের জমির আনুপাতিক অভিন্নতর নিরপেক্ষ অংশ এবং 03 কাঠা, 1 ছোটক জমির অধিবৃত্ত। বাবী পৌষসভার ওয়ার্ড নং. 28-এ অবস্থিত। হোমিড নং.106/2, দাসপাড়া রোড, দাগ নং. 587/3504, মৌঝা-লিলুয়া, খতিয়ান নং. পি 3907, ফেব্রুয়ারি নং. 12, থানা- লিলুয়া-এর অধীনে থেলা- হাওড়া, ডিড নং. I-1385/2009-এ D.S.R হাওড়ায় নির্বাহিত। সম্পত্তি ঐ দেবরত মাইতি, পিতা- প্রয়াত গৌর শঙ্কর মাইতি-র নামে নির্বাহিত। সম্পত্তিটির সীমানা: উত্তরে - বাড়িওয়ালার সাধারণ পথ, দক্ষিণে - বেলাগাছিয়া রোড, পূর্বে- বাড়িওয়ালার দোকান ঘর ও একটি ভাড়াবে ঘর ও সিঁড়ি, পশ্চিমে- বাড়িওয়ালার দোকান। সম্পত্তি ২ : জমির সমস্ত অবিচ্ছেদা অংশ যার পরিমাণ 01 কাঠা, 14 ছোটক, 8 বর্গফুট, খতিয়ান নং. 455 এর অধীনে দাগ নং. 717-এ গঠিত হয়েছে সেই সাথে জমির একটি এলাকা যা বর্তমানে ভাদ্রায় রূপান্তরিত এবং ৭18 বর্গফুট পরিমাণ 1 ছোটক, 41 বর্গফুট এবং ভার উপর বিল্ডিংটি, দাগ নং. 718 খতিয়ান নং. 466 এর অধীনে সম্পূর্ণ পরিমাণ 2 কাঠা, 4 বর্গফুট, মৌঝা- লিলুয়া, খতিয়ান নং. 12, বাবী পৌষসভার 23 নং ওয়ার্ডের অধীনে, হোমিড নং. 118/A, দাসপাড়া রোড, থানা- লিলুয়া, থেলা- হাওড়া, ডিডনং.হার হাওড়া-তে নির্বাহিত দলিল নং. I- 1835/2004-এ অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত অধিকার সহ 8' ফুট শুধু সাধারণ গ্যাসেরকর ব্যবহারকারীর অধিকার, সহজলভ্যতা, আধা-সুবিধে এবং বিশেষাধিকারগুলি। সম্পত্তি ঐ দেবরত মাইতি, পিতা- প্রয়াত গৌর শঙ্কর মাইতি এবং ঋণীতী ট্যা মাইতি, ব্যবী- ষী দেবরত মাইতি-এর নামে নির্বাহিত। সম্পত্তিটির সীমানা: উত্তরে - রাজা, দক্ষিণে - বিক্রেতার ব্যক্তিগত সাধারণ রাজ্য, পূর্বে- বিক্রেতার খোলা জমি, পশ্চিমে - 8 ফুট প্রশস্ত সাধারণ সাধারণ রাজ্য।	টা. 5,60,01,543.00 (পাঁচ কোটি পাঁচ লাখ এক হাজার চল্লিশ টোকারিশ টাকা মাত্র) 04.09.2020 তারিখ পর্যন্ত এছাড়াও 05.09.2020 তারিখ থেকে আরও সুদ, পর, অন্যান্য চার্জ এবং রায় সহ।	সম্পত্তি 1: ক) টাকা 24,00,000.00 (*) (চৈশিল লক্ষ টাকা মাত্র) গ) টাকা 2,40,00,00.00 (দুই লক্ষ চারশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) টাকা 25,00,00.00 (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোচ্চ জান এবং তত্ত্ব অনুযায়ী সম্পত্তিতে কোন দায়বদ্ধতা নেই চ) গঠনমূলক দখল
				সম্পত্তি 2: ক) টাকা 38,50,00,00.00 (*) (ত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) টাকা 3,85,00,00.00 (তিন লক্ষ পাঁচশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) টাকা 25,00,00.00 (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোচ্চ জান এবং তত্ত্ব অনুযায়ী সম্পত্তিতে কোন দায়বদ্ধতা নেই চ) গঠনমূলক দখল